Micro

রামানুজ

রামানুজ

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩২৩ ।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

Calcutta:
PRINTED BY ABINASH CHANDRA MAND.
AT THE "SIDDHESWAR MACHINE PRESS,"
13, Shibnarayan Das's Lane.
1916.

উৎসর্গ।

পরম ভক্তি-ভাজন

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীকর-কমলেষু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ

রামানুজ ... ... লক্ষ্মণাবতার।

গোবিন্দ ... ... রামানুজের মাতৃস্বসৃ-পুত্র।

দাশরথি ... ... ঐ ভাগিনেয়।

যাদব-প্রকাশ ... ... বেদান্তাধ্যাপক।

ত্তকমল
ত্তকুন
ড়েলাই } ... ... ঐ শিষ্যগণ।

যামুনাচার্য্য ... ... বৈষ্ণব-আচার্য্য।

কিপূর্ণ ... ... ঐ শিষ্য।

ধাকণ্ঠ ... ... চোলরাজ।

মিকণ্ঠ ... ... ঐ পুত্র

রেশ
দাস } ... ... রামানুজ-শিষ্য।

জ
মূর্ত্তি } ... ... সন্ন্যাসী।

রাশর ... ... কুরেশের পুত্র।

রাজমন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত, শিষ্যগণ, নাগরিক-গণ, শ্রীরঙ্গনাথের-অর্চক, রিগণ, জল্লাদ, ভক্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী

কান্তিমতী	...	...	রামানুজের মাতা।
দীপ্তিমতী	...	...	গোবিন্দের মাতা।
জমাম্বা	...	...	রামানুজের পত্নী।
অণ্ডাল	...	...	কূরেশের পত্নী।
হেমাম্বা	...	...	ধনুর্দ্দাসের প্রণয়িনী।
অতুলা	...	...	রামানুজের গুরুকন্যা।

যাদব-মাতা, দেবদাসীগণ, নাগরিকাগণ, অর্চ্চক-পত্নী ইত্যাদি।

সংযোগস্থল :—কাঞ্চীপুর, শ্রীরঙ্গম, পেরেমবেদুর।

ॐ

প্রস্তাবনা।

—•●•—

গোলোক দৃশ্য।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সীতা ও বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠ। কমল নয়ন!
মহর্ষি-দেবতাসঙ্ঘ প্রতিনিধি রূপে
আসিয়াছি তোমারে করিতে আবেদন।

রাম। শিষ্যে দাসে আজ্ঞা কর প্রভু!

বশিষ্ঠ। আজ্ঞা আমি তোমারে করিব সীতানাথ?

রাম। রামরূপে চিরদিন শিষ্য আমি তব।

বশিষ্ঠ। তবে শুন—গুরুশিষ্য সম্বন্ধ মধুর
গোলোকের সীমামধ্যে
যদ্যপি ধরে হে আগমন—তবে শুন।
রক্ষোদণ্ডে ধরণীর দেখি নিপীড়ন,
বিপন্ন দেখিয়া দেবগণে,
এই রামরূপ ধরি
রাবণে সবংশে তুমি করেছ সংহার।
কৃষ্ণরূপে উদিয়া গোকুলে
দানবকংসের তুমি করিলে নিধন।

কুরুক্ষেত্রে তুলি মহারণ
রণাঙ্গনে সারথীর রূপে
হে গোবিন্দ! কপিধ্বজ চক্রভারে
নিষ্পেষিত করিয়াছ
দাম্ভিক কৌরব-কুলে।
বিপ্রদম্ভে বিকৃতার্থ বেদের শাসন —
প্রতিশোধ লইয়াছ বুদ্ধ-অবতারে।
গৌতমের করুণা-মহিমা
শূন্যবাদে করি পরিণত
আবার মানব যবে
জগতে বুঝিল নিরীশ্বর,
অমনি শঙ্কর
নিজ বোধরূপ আশ্রয় করিয়া প্রভু
আচার্য্য শঙ্কররূপে
দুর্জ্ঞেয় অদ্বৈতবাদ করিলা প্রচার
তারপর—কি বলিব, করুণানিধান!—।

রাম। আবার প্রচণ্ড দম্ভ
মানবে করেছে অধিকার?

বশিষ্ঠ। আবার প্রচণ্ড দম্ভ—
গুরুবাক্য স্বরূপতঃ না ক'রে নির্ণয়,
হীন দম্ভ করিয়া আশ্রয়,
জীবব্রহ্ম অভেদ ভাবিয়া

প্রস্তাবনা।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি
ক্ষণধ্বংসী দেহে দেখে ব্রহ্মের বিকার।
জীব পরিত্রাণে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলিতে উপায়
ভক্তিরে করেছে পরিহার।
সঙ্গোপনে অহঙ্কার করিয়া আশ্রয়
অশরীরী দৈত্য সমুদয়
চাটুবাক্য কহি কানে কানে
উল্লাসে ভুলায় নরগণে।
মুক্তি অন্বেষিতে
তীব্রবেগে ছুটে তারা মরণের পথে।
রক্ষা কর রাম—
রক্ষাকর গুণধাম মোহগ্রস্ত নরে।

রাম। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব গুরু।
তর্কে তর্ক আনে রণ,
মীমাংসায় ভ্রম নিরসন—
ভক্তির মাহাত্ম্য জীবে করিতে প্রচার
একমাত্র যোগ্য দেখি অনুজ লক্ষ্মণ।
রঘুকুলগুরুরূপে অযোধ্যানগরে
যে সময় দিয়াছিলে মোরে
অপূর্ব্ব অমূল্য গূঢ় যোগ উপদেশ
পার্শ্বে ব'সে ভাই মোর করিত শ্রবণ।

আমি লয়েছিনু নীর
ক্ষীরভাগ লইল লক্ষ্মণ।
পঞ্চবটীবনে মায়ামৃগ দরশনে
মুগ্ধ হনু আমি,
মম সঙ্গে মুগ্ধা হ'ল জনক-নন্দিনী।
ভাই মোর বুঝিল স্বরূপ—
মৃগের পশ্চাতে যেতে
বারংবার নিষেধ করিল মোরে।
কথা নাহি শুনে যে ফল লভেছি আমি
সমস্তই আছে ঋষি বিদিত তোমার।
নিশ্চিন্ত হও হে ঋষিরাজ!
জীবের কল্যাণে
জগতে আচার্য্যরূপে
পাঠাইব অনুজে আমার।
আকর্ষণে বিকর্ষণে—লীলার পোষণে
যাহার যাহার সেথা হবে প্রয়োজন
তারাও যাইবে তার সাথে।
শঙ্করাংশ দাস্যমূর্ত্তি যাইবে মারুতি,
উর্ম্মিলা যাইবে সাথে সতী—
চৌদ্দবর্ষব্যাপী যার আয়তি সাধন
রেখেছিল বনবাসে স্বামীর জীবন।
ইন্দ্রজিত হইল নিহত যার ফলে।

প্রস্তাবনা।

সতীর আয়তিপুণ্য-বলে
ভাই মোর জীবনশঙ্কটে পাবে ত্রাণ।
সুদীর্ঘ জীবন ল'য়ে
ধরণীতে সদ্ধর্ম্ম প্রচারে রবে রত।
অনুজে সুযোগ্য শিক্ষাদিতে
তোমারেও নিজ অংশে যেতে হবে ঋষি।

বশিষ্ঠ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা নারায়ণ।

রাম। উঠ তাত, উঠ প্রিয়তম,
মহর্ষির আবেদন—
উদ্‌গ্রীব দাঁড়ায়ে দেবগণ।
মানবের কল্যাণ-সাধনে—
মমাদেশ—অবতীর্ণ হও ধরণীতে।

দেবদেবীগণের গীত।

নব-দূর্ব্বাদল-কান্ত-কোমল, চণ্ড-কিরণ-কুল-মণ্ডন।
মায়া-মানবরূপ, ভাব-বিভব-ভূপ অগণিত-গুণ-গণ-ভূষণ।
ত্র্যম্বক-কার্ম্মুক-ভঞ্জন,
জানকী হৃদি রঞ্জন
চরাচর-পালন ভবাময়-বারণ
রাক্ষস-সঙ্ঘ-বিমর্দ্দন—
বন্দে লোকাভিরাম রাম রাঘব নারায়ণ।

রামানুজ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাঞ্চিপুর—রামানুজের গৃহ।

রামানুজ।

রামানুজ। পূর্ণ ওই—পূর্ণ এই—
পূর্ণ হ'তে পূর্ণের উদয়!
তথাপি—তথাপি পূর্ণ
অপূর্ণ পূর্ণের বাহিরে।
এ অনন্ত বিশ্ব তার
অনন্ত ব্যাকুল দৃষ্টি লয়ে
চেয়ে আছে তার মুখপানে।
অনাদি অনন্ত কাল হ'তে!
সেই ব্রহ্ম—নিত্যদীপ্ত বহ্নিশিখা
জীব নিত্য স্ফুলিঙ্গ তাহার।

নেপথ্যে—রামানুজ

বিন্দু যবে সিন্ধুতে মিশায়
বিন্দু আর চিনিতে না পারে আপনারে,
পরমাণু স্বরূপে শিহরে।

কিন্তু সিন্ধু ত সর্ব্বদা জানে
অঙ্গমধ্যে কোথা তার আছে পরমাণু!
তবে কেন দাম্ভিক মানব
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি,
আপনারে বিস্ফারিত কর অহঙ্কারে?
ভেদ অপগমে পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর
নিজাস্তিত্ব করেছিলা ধ্যান,
পূর্ণ পারে মহাপূর্ণ দেখে
আপনারে অংশ বুঝে হয়েছিলা স্থির।
বুঝেছিলা সিন্ধুরই তরঙ্গ বটে
তরঙ্গের সিন্ধু কভু নয়।

নেপথ্যে। রামানুজ ঘরে আছ?

রামানুজ। ব্রহ্মাংশ আপনা জেনে,
ব্রহ্মের স্বরূপ নিজে বলিব কেমনে?
হে আচার্য্য যাদবপ্রকাশ।
হয়েছি হতাশ—
শিক্ষা তব নাহি লয় মনে।

কান্তিমতীর প্রবেশ।

নেপথ্যে। রামানুজ ঘরে আছ?

কান্তি। একি রামানুজ! তোমার আচার্য্য তাঁর শিষ্য দিয়ে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। সে তোমাকে বারংবার ডাকছে। তুমি এখানে বসে রয়েছ, তবু শুনতে পাচ্ছনা?

রামা। মা! আমার আর আচার্য্যের কাছে যেতে ইচ্ছা নেই।

কান্তি। সে কি?

রামা। আচার্য্যের শিক্ষা আমার মনোমত হচ্ছে না।

কান্তি। চুপ চুপ! বাইরে তার শিষ্য দাঁড়িয়ে আছে, শুনতে পাবে।

রামা। আমি ত আমার মনোভাব গোপন করব না। আমি নিজে আচার্য্যকে এই কথা বলব মনে করেছি।

কান্তি। চুপ কর অবোধ বালক! বল কি! দাক্ষিণাত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ—তাঁর শিক্ষা তোমার মনোমত হচ্ছে না! একথা লোকে শুনলে তোমাকে যে পাগল বলবে, হেয়জ্ঞান করবে। ওকথা আর কখন মুখে এনো না। সবেমাত্র আমরা তিনমাস কাঞ্চিপুরে এসে বাস করছি। এক ভগিনী ছাড়া, এখানে আর কারও সঙ্গে আমাদের ভালো মেশামিশি হয় নি। আমাকে যা বললে, সাবধান, ওরূপ কথা যেন আর কারও কাছে ব'ল না। বললে, এখান থেকে বাস তুলতে হবে।

রামা। তাহ'লে কোনও মতামত প্রকাশ করব না? ব্যাখ্যা মনোমত না হ'লেও শুধু বোবার মত শুনে যাব?

কান্তি। বোবার মত শুনে যাবে। ক্ষুদ্র বালক, তোমার আমার মত কি? আচার্য্যকে দেশের লোক দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ব'লে মান্য করে। স্বয়ং রাজা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস করেন না। তাঁর কাছে তোমার মতের মূল্য কি? (নেপথ্যে—কিগো চলে যাব?) পাঠিয়ে দিচ্ছি—পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাও, আচার্য্য কিজন্য ডাকছেন শুনে এস।

রামা। যদি মা তাঁর উপদেশ আমার ধর্ম্মমতের বিরোধী হয়?

কান্তি। তুমি কি আমাকে বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে পাগল করতে চাও?

রামা। ভাল, তোমার আদেশ আমি গ্রহণ করছি। আমি নীরবেই তাঁর

ব্যাখ্যা শুনবো। কিন্তু মা, আমার ধর্ম্মমতের কথা নিয়ে যদি তিনি আমাকে কখন প্রশ্ন করেন, তাহ'লে আমি নিজের মত প্রকাশ করতে ছাড়বো না। যেটা ভ্রম বলে বুঝেছি, তা'কে আমি কিছুতেই সত্য বলতে পারব না। এরূপ কার্য্যে মা, আমাকে অনুরোধ ক'র না। আমি অনুরোধ রাখতে পারব না।

[রামানুজের প্রস্থান।

কান্তি। পাগলামী ক'র না—সর্ব্বনাশ ক'র না। তাই ত, দেশ ছেড়ে কাঞ্চিপুরে বাস করতে এসে বিভ্রাট করলুম না কি? আচার্য্যের প্রবল প্রতাপ—আর ও এদেশে অপরিচিত ক্ষুদ্র বালক!

দীপ্তিমতীর প্রবেশ।

দীপ্তি। হাঁ দিদি! রামানুজ কি আচার্য্যের গৃহে পড়তে গেছে? একি, তোমাকে বিমর্ষের মতন দেখছি কেন দিদি?

কান্তি। সে যেতে চাচ্ছিল না—আমি তাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলুম।

দীপ্তি। তাহ'লে সে তোমাকে আচার্য্যের কথা বলেছে না কি?

কান্তি। বলেছে।

দীপ্তি। কেমন ক'রে বললে—সে ত জানে না। তার অন্তরাগ্যে একথা হয়েছে—গোবিন্দ জেনে এসেছে। সে এরই মধ্যে সে কথা কেমন ক'রে জানলে?

কান্তি। কি কথা দীপ্তিমতী?

দীপ্তি। তোমাকে সে কি কথা বলেছে?

কান্তি। বললে, আচার্য্যের শিক্ষা তার মনোমত হচ্ছে না।

দীপ্তি। সে কি কথা! সে কথা ত গোবিন্দ বললে না! সে বললে রামানুজের বুদ্ধিতে আচার্য্য এত তুষ্ট হয়েছেন যে, এরই মধ্যে তা'

সর্ব্ব শিষ্যের প্রধান করে দিয়েছেন। আজ তার সমস্ত শিষ্য রামানুজের শ্রীমুখে পুঁথি খুলে তার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনবে। সমস্ত শিষ্যদের আচার্য্য এই আদেশ করেছেন। যাদবাচার্য্যের ছাত্র—তারা ত আর 'ক খ' পড়া ছাত্র নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞ। প্রায় সকলেই রামানুজের চেয়ে বয়সে বড়। তারা, গুরুর এই অন্যায় আদেশ শুনে, সকলেই বিদ্রোহী হয়েছে।

কান্তি। তা হ'লেই ত বিপদের কথা!

দীপ্তি। বিপদের কথা বই কি! গোবিন্দ এসে আমাকে বললে "তুমি এখনি গিয়ে দাদাকে আজ টোলে যেতে নিষেধ করে এসো। রাগের বশে শিষ্যেরা দাদাকে বিপদে ফেলতে পারে।"

কান্তি। তাহ'লে কি ক'রলুম দীপ্তি! সে টোলে আজ যেতে চাচ্ছিল না। আমি যে জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিলুম!

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। দাদা চলে গেছে?

দীপ্তি। চলে গেছে।

কান্তি। কি হবে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কি আবার হবে! গেছে যাক্। আজ সব ছাত্রেরা কোলাহল করতে করতে টোল ছেড়ে চলে গেছে। আজ আর তাকে পড়াতে হবে না।

[illegible]। আজ না হয় হ'ল না। এর পর?

গোবিন্দ। আচার্য্য, দাদাকে একান্ত স্নেহ করেন, দাদা পড়াবে।

[illegible]। তোর দাদাকে এর পরে যে তারা বিপদে ফেলবে, তার কি?

গোবিন্দ। এঃ! আমি বেঁচে থাকতে!

দীপ্তি। দেখিস্!

গোবিন্দ। খুব দেখেছি।

কান্তি। না গোবিন্দ, ওসব গোলমালে কাজ নেই। তুমি তোমার দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

দীপ্তি। যা গোবিন্দ, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

* দাশরথীর প্রবেশ।

দাশ। বা—মামা—বা! তোমার ত খুব বুদ্ধি! বড়-মামা একা চলে গেল, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

[গোবিন্দের প্রস্থান

দীপ্তি। বিপদের আশঙ্কা ক'রছিস্ না কি দাশরথী?

দাশ। আশঙ্কা বলছ কি দিদি-মা!—নিশ্চয় বিপদ! আমি তাদে আমিই বড়-মামার কাছে পড়াতে লজ্জা বোধ করছি! তাদের ভিতরে এক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত আছে। শুধু যাদবাচার্য্য ছাড়া আর কারও কাছে তারা মাথা হেঁট করে না। তারা ওই বালকের কাছে মাথা হেঁট করবে?

কান্তি। ভাই! তোমার মামাকে তাহ'লে রক্ষা কর।

দাশ। আমি কি ক'রে রক্ষা করব বড়-দিদিমা! আমি আচার্য্যকে বলেছিলুম। আচার্য্য আমার কথা শুনলেন না। বরং, বলতে আমাকে তিরস্কার করে উঠলেন। শিষ্যদের জেদ দেখে তাঁরও জেদ হয়েছে; তিনি বড়-মামাকে দিয়ে একবার তাদের পড়াবেনই পড়াবেন। রক্ষা করতে পারে এক মামা। মামা একটু মুখখু সুখখু ব'লে, তাকে সকলে একটু ভয় করে।

দীপ্তি। তাঁর শিষ্যেরা এখন কোথায় জানিস্ ?

দাশ। তারা সকলে একজনের বাড়ীতে জড় হয়েছে। জড় হয়ে কি পরামর্শ ক'রছিল। আমি উপস্থিত হ'তেই তারা সব চুপ ক'রলে। বুঝলুম, তাদের মতলব ভাল নয়। একজন আমাকে স্পষ্টই বললে— "দাশরথী! তোমার বড়-মামাকে ডেরাদাণ্ডা তুলে স্বগ্রাম পেরেম-বেড়ুরে ফিরে যেতে বল।"

দীপ্তি। তোর বড়-মামার সঙ্গে তোর কি পথে দেখা হয়েছিল ?

দাশ। হয়েছিল।

দীপ্তি। তাকে নিষেধ কর্লিনি কেন ?

দাশ। মামা নিষেধ শুনলেন না। বললেন, "তোমার কথা শুনব, না মায়ের কথা শুনব ?" এই বলে মামা চলে গেলেন।

দীপ্তি। তাহ'লে তুমিও আর দাঁড়িয়ো না, তুমিও সেখানে চলে যাও।

[দাশরথীর প্রস্থান।

কান্তি। তাইত, কি করলুম ভগিনী ?

দীপ্তি। গেছে, যাক্।

কান্তি। যাক্ কি ?

দীপ্তি। আচার্য্যের আদেশ। যদি পড়াতে হয়, পড়াক্। কাঞ্চিপুরে এক অপূর্ব্ব টোলের বিস্তার হ'ক।

কান্তি। তারপর ?

দীপ্তি। তারপর আবার কি! তুমি কি ভুলে গেছ দিদি, বৃদ্ধ-বয়সে কেমন ক'রে তোমরা এই পুত্রকে পেয়েছ ? ভগবান পার্থ-সারথীর কাছে যজ্ঞের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর সেই স্বপ্ন। ভগবান নিজে তোমাকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—"মা! আমি তোমার গর্ভে আশ্রয় নিতে এসেছি।" তোমাদের পুণ্যের ফলে আমিও বৃদ্ধ-বয়সে সন্তান

লাভ করেছি। উভয়েরই একই সময়ে জন্ম। দাদা মহাপুরুষ—উভয়ের কোষ্ঠী-বিচার ক'রে একজনকে লক্ষ্মণ আর একজনকে শত্রুঘ্ন নাম দিয়েছেন। নির্জনে বসে—ছেলে যতক্ষণ না ফেরে—এস, আমরা ভগবান পার্থ-সারথীর নাম করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

যাদবপ্রকাশ ও তিরুমল।

(তিরুমল তৈল-মর্দ্দনে নিযুক্ত)

যাদব। বেটাদের একদিক থেকে খড়ম-পেটা করব। দূর করে দেব। আমি যাদবপ্রকাশ—স্বয়ং চোলরাজ আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করে না—শিষ্য হয়ে বেটারা কি না তাই করলে।

তিরু। আপনি যে অন্যায় রাগ করছেন!

যাদব। শিষ্য আমার আদেশ পালন করলে না—আমি অন্যায় রাগ করছি?

তিরু। আমি আপনার শিষ্যকে শিষ্য, ভৃত্যকে ভৃত্য। আমাকে যা আদেশ করবেন, আমি তখনি তা করতে প্রস্তুত আছি। তারা সব উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবক। আপনি ছাড়া তারা এ পৃথিবীর আর কোনও আচার্য্যের কাছেই মাথা হেঁট করে না। তারা ওই অপোগণ্ড বালকের কাছে পুঁথি খুলে পড়তে বসবে! এ বিসদৃশ আদেশের কথা যে শুনবে, সেই, আপনি পাগল হয়ে গেছেন মনে করবে যে!

যাদব। আরে মূর্খ, কোনও একটা উদ্দেশ্য না থাকলে কি আমি এমন আদেশ করি?

তিরু। তা উদ্দেশ্যটা কি, তাদের বলুন না কেন? তা শুনেও তারা যদি আপনার আদেশ অমান্য করে, তখন না হয় তাদের উপর ক্রোধ-প্রকাশ করবেন।

যাদব। উদ্দেশ্য বলব কি! আমি গুরু, তারা শিষ্য। আমার আদেশ, তাদের পালন। মাঝখানে ফাঁক। আমি আদেশ করব, তারা পালন করবে। কেন, কিজন্য তারা জিজ্ঞাসা করবে না। তবে না তারা শিষ্য?

তিরু। বেশ, আমাকেই বলুন। আমি ত একটা নিরেট মূর্খ; অনন্তকাল ধ'রে আপনার চেলাগিরি করছি। সব কাজেই আমি অন্তরঙ্গ। আর এটাতে নয়! তাদের উপর রাগ করেছেন কি! তার ভাগ্নে দাশরথী —সেই ছেলেমানুষ মামার সুমুখে পুঁথি খুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে।

যাদব। বালককে তুমি কি মনে কর?

তিরু। এতদিনের ভিতরে তার বিদ্যার পরিচয় ত কিছু পাই নি। এক-দিনের জন্য তাকে একটা কথা কইতেও ত শুনিনি। তবে তাকে দেখলে মেধাবী বলে মনে হয়।

যাদব। মনে হয়? তিরুমল! আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এমন মেধাবী বালক দেখিনি।

তিরু। বলেন কি!

যাদব। শঙ্করাচার্য্যের মেধার কথা শুনেছি। আর এই মেধা চক্ষে দেখছি।

তিরু। বলেন কি! আপনি অনুমানে বলছেন, না বালকের মেধা পরীক্ষা করেছেন?

যাদব। এই বয়সে বালক সর্ব্বশাস্ত্র আয়ত্ত করেছে। যেমন তেমন শাস্ত্র নয়—সর্ব্বদর্শন।

তিরু। সর্ব্বদর্শন আয়ত্ত করেছে ?

যাদব। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, পূর্ব্বমীমাংসা—এই পাঁচটার বিষয় ত জেনেছি। জানতে বাকী বেদান্ত।

তিরু। সর্ব্বশাস্ত্র যার অধীত, সে তবে আপনার কাছে কি পড়তে আসে ?

যাদব। তা বুঝতে পারছি না। পঞ্চদর্শন পর্য্যন্ত তার বিস্তার পরিচয় পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছি। এখন বেদান্ত সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে তার মনোভাব জানা প্রয়োজন।

তিরু। মনোভাব জানা প্রয়োজন !

যাদব। বালক শুধু মেধাবী নয়—অতি শিষ্ট। আমি শিষ্যদের বেদান্ত পড়াই, সে একান্তে বসে নীরবে শোনে। আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হয় কি না, বুঝতে পারি না।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা তার মনোমত হবে না !

যাদব। যদি হয়, তাহ'লে আমি শঙ্কর-গুরু গোবিন্দপাদের তুল্য ভাগ্যবান। যদি না হয়—

তিরু। আগে থাকতে এরূপ অন্যায় সন্দেহ করছেন কেন গুরুদেব ?

যাদব। এখনও করবার কারণ হয়নি। তবে পাঠনার সময়ে মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখেছি। সময়ে সময়ে তার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হচ্ছে না। আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করবার জন্য তার অধর সময়ে সময়ে স্ফুরিত হবার চেষ্টা করে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই যেন বালক প্রতিবাদে নিবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যেদিন আমি তোমাদের কাছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করছিলুম, সেদিন তার মুখের ভাব দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম।

তিরু। তা এ কথা এ গরীব দাসকে বললে কি দোষ হ'ত ?

যাদব। সেইজন্য ইচ্ছা ক'রেছিলুম, ওই হতভাগ্যগুলোকে বেদান্ত পড়াবার ছলে বালকের বেদান্ত সম্বন্ধে মতটা জেনে নেব।

তিরু। (পদসেবা করিতে করিতে) হুঁঃ! এমন ছেলেমানুষিও করে। আমাকে একথা বল্‌লে, আমি এমন কৌশলে তাদের বুঝিয়ে বলতুম যে, তারা সুড়সুড় করে পুঁথি খুলে ছোঁড়াটার কাছে পড়তে বস্‌তো।

যাদব। এই ত জানলে, এইবার হতভাগাদের বুঝিয়ে বল।

তিরু। এখনি তাদের কান ধ'রে টেনে আনতে চললুম। আর বলা বলি কি? (ঘন ঘন পদসেবা)।

যাদব। একটু আস্তে—একটু আস্তে।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা যদি সে না গ্রহণ করে?

যাদব। তা হ'লে এই কাঞ্চিপুরে তার তুল্য শত্রু আমার আর নেই।

তিরু। হুঁ! শত্রু—কাঞ্চিপুরে আপনার—আর নেই—হুঁ—

যাদব। আরে, আস্তে আস্তে—করিস্ কি—আস্তে।

তিরু। (পদ ছাড়িয়া পৃষ্ঠসেবা) আপনার সন্দেহ অকারণ নয় তো?

যাদব। অকারণ সন্দেহ আমি কি কখন করি রে মূর্খ! ওর বাপ পেরেমবেদুরের কেশবাচার্য্যও একজন পরম পণ্ডিত ছিল। শুধু আমার ভয়ে সমাজে সে নিজের মত প্রকাশ ক'র্‌তে পারতো না। ওর মামা শ্রীশৈলপূর্ণ একটা গোঁড়া বৈষ্ণব। আমার ভয়ে কাঞ্চিপুর ছেড়ে সে শ্রীশৈল পর্ব্বতে পালিয়ে আছে। লোকে বলে বৈরাগ্য। কিন্তু তা নয় তিরু, সে কেবল আমার ভয়। এখানে থাক্‌লে বিচারে ঠিক আমি তাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত্যাগ করাতুম। রামানুজ এই উভয় বংশ হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে—বুঝেছ?

তিরু। ঠিক—ঠিক—ঠিক—তা হ'লে আপনি যা সন্দেহ ক'রেছেন, তা ঠিক!

যাদব। হাঁ হাঁ—আস্তে আস্তে।

তিরু। আর আস্তে—এই আমার সেবা ঘন ঘন চল্‌তে লাগল। আমি এখনি যাচ্ছি।

যাদব। করিস্ কি—আস্তে।

তিরু। আপনি নিশ্চিন্ত হন। (পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত)।

যাদব। মেরেই যদি ফেল্‌লি ত, নিশ্চিন্ত হ'ব কখন? (নেড়ে-লাইয়ের প্রবেশ) কি খবর নেড়ে?

নেড়ে। আস্‌ছে। পথে সেই বাবাজী বেটা কাঞ্চিপূর্ণের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। তার সঙ্গে কি কথা কইতে একবার দাঁড়িয়েছে।

যাদব। আজ আসেনি কেন, জিজ্ঞাসা ক'রেছিলি?

নেড়ে। জিজ্ঞাসা করিনি—তবে জানতে পেরেছি।

যাদব। কি জেনেছিস্?

তিরু। আরে মর্, মুখ চুঁচ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। কি জেনে এলি বল্ না।

নেড়ে। তার আস্‌বার ইচ্ছা ছিল না।

তিরু। হুঁ।

যাদব। ইচ্ছা ছিল না?

নেড়ে। না।

যাদব। তবে যে এলো?

নেড়ে। তার মায়ের ইচ্ছায় আস্‌ছে।

যাদব। আমার অভিপ্রায় সে কি জান্‌তে পেরেছে?

নেড়ে। আজ্ঞে, তা সে কখন কেমন ক'রে জান্‌বে!

যাদব। তবে?

তিরু। আবার হতভাগাটা মুখ চুঁচ ক'রে রইল!

নড়ে। বাড়ীর ভিতরে মায়েপোয়ে কথা কচ্ছিল। আমি বাইরে থেকে শুনেছি।

দব। কি শুনেছিস্?

নড়ে। আপনার শিক্ষা তার মনোনত হচ্ছে না।

দব। হুঁ!

তরু। হুঁ! গুরুদেব! আপনার পিঠ রইল। রাগে আমার সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠল। হাত পা সব আপনা আপনি ছুটতে লাগলো। এ অবস্থায় আপনার পিঠের মর্য্যাদা থাক্‌বে না। আমি চললুম।

[তিরুমলের প্রস্থান।

দব। এই, ওর সঙ্গে যা। পথে রামানুজকে দেখে রাগের মাথায় যেন কোনও অসম্বদ্ধ কথা না ক'য়ে ফেলে। ব'ল্‌গে যা, আমার নিষেধ। তুই ঠিক শুনেছিস্?

নড়ে। গুরুর কাছে কি আর মিছে কইছি।

দব। আচ্ছা; যা। দেখিস্, পথে যেন কেউ তোরা তাকে কিছু বলিস্‌নি। তাই ত, এ বালক যে এখন আমার বিষম সমস্যার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো!

যাদবের মাতার প্রবেশ।

মা। হাঁ যাদব! ওই যে একটী বালক একমাস ধ'রে তোমার কাছে পড়্‌তে আস্‌ছে, ওটী কে?

দব। কেন—ওটীর কথা, এতদিন থাক্‌তে আজ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এলে কেন?

মা। ওটীকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি।

যাদব। ওটী আমার যম।

যা-মা। ওই বালক যদি তোমার যম হয়, তা হ'লে ত কংসরাজকে আমি পেটে ধরিছি দেখছি।

যাদব। এখন যাও। স্নান আহারের সময় হ'য়ে এলো। আমার মাথার ঠিক নেই।

যা-মা। কচি ছেলে—তোমার কাছে কি পড়তে আস্‌ছে, জান্‌তে আমার কৌতূহল হ'ল। তার কি এই উত্তর?

যাদব। যে শাস্ত্রের ভিতরে আমার মরণের ঘরের চাবি আছে, ও সেই শাস্ত্র পড়তে এসেছে—কথা বুঝলে?

যা-মা। বুঝেছি। তোমার মা, আমি আর এই তুচ্ছ হেঁয়ালি কথাটা বুঝতে পারব না! তবে এটা বুঝতে পারছি না, ওই গোপালতুল্য বালক যদি তোমার যম হয়, তা হ'লে এতদিন আমার পুত্রশোক হয়নি কেন? [যাদবমাতার প্রস্থান।

যাদব। ভালো আপদ্! এই বিষম সমস্যার চিন্তাতেই কি না যত বাধা এসে জোটে। (রামানুজের প্রবেশ) এস বাপ, এস। কিছুক্ষণ তোমাকে না দেখলে, চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেইজন্য তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম।

রামা। দাসকে আদেশ করিবার কিছু আছে?

যাদব। দাস—তুমি দাস? না রামানুজ, এই বয়সেই পরম বিজ্ঞ তুমি। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রেছ।

রামা। পুত্র যদি বিজ্ঞ হয়, তা হ'লে কি সে পিতার সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়? আমাকে বিজ্ঞ ব'লে আপনি আপনার সেবাকর্ম থেকে বঞ্চিত ক'রবেন না।

যাদব। হাঃ হাঃ—তা ব'লতে পার। তা হ'লে যে কার্য্যের জন্য

তোমাকে ডাকিয়েছিলুম, আজ আর বলা হল না; কাল ব'লব।
—আজ স্নানাহ্নিকের সময় হ'য়ে পড়েছে। তৎপরিবর্ত্তে তুমি এক কাজ কর। তিরুমল আমার অঙ্গসেবা ক'রতে ক'রতে আমারই একটা প্রয়োজনে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে চলে গিয়েছে, তুমি সেটা পূর্ণ কর। আমার এই পৃষ্ঠদেশটায় তৈলমর্দ্দন কর (রামানুজের অঙ্গসেবা) বাঃ বাঃ! কি মিষ্ট হাত! তাই ত ভাবি, গুরুসেবা ভালরূপ জানা না থাকলে কি এই বয়সে এত জ্ঞানলাভ হয়! অতি—অতি—অতি অত্যন্তং—কিন্তু ন গহিতং। (**পুঁথি-হস্তে জনৈক শিষ্যের প্রবেশ**) কি হে, আবার পুঁথিহাতে ফিরে এলে যে?

শিষ্য। গুরুদেব! সেই স্থানটা আবার গোলমাল হ'য়ে গেছে।

যাদব। আঃ! তোমার মত দু'টো বুদ্ধিমান্ শিষ্য থাকলেই যে আমার আচার্য্যলীলা সাঙ্গ। একটা সামান্য শ্লোকার্থ বুঝতে যদি তোমার তিন দিন যায়, তা হ'লে সমস্ত ছান্দোগ্য উপনিষৎ আয়ত্ত ক'রতে তোমার জন্মটাই কেটে যাবে দেখছি যে! নাও, বস। আর পুঁথি খুলতে হবে না! অমনি অমনিই শোন,—

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।"

কথাটা হচ্ছে সামান্য। জলের মত স্বচ্ছ—এতে বোঝবার কি আছে? তস্য যথা কি না' তস্য যথা—তদ্‌শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হলেন তস্য। সেই তস্যের উপর একটা যথা। ও তস্য যথা, ওতে অনেক কথা। এখন সে সব বুঝতে পারবে না। তবে কপ্যাসং এটা বুঝতে হবে। ওইটেই হচ্ছে শ্লোকের মধ্যে আসল পদ। কপি ছিল আসং—কপ্যাসং। কপি মানে হ'ল বানর। আর আসং মানে হ'ল পশ্চাদ্ভাগ। যেটা সর্ব্বদাই লাল টুকটুক করছে—বুঝেছ? পুণ্ডরীকং কি না পদ্মং। পদ্মটা তা হ'লে কি

রকম হ'ল? বানরের সেই উপাস্তদেশের মত লালবর্ণ। অক্ষিনী মানে দু'টী চক্ষু। তা হ'লে সমস্ত শ্লোকটার মানে হ'ল— সেই মহাপুরুষের দু'টী চক্ষু বানরের পিছনটার মতন লালবর্ণ। উঃ! এ কি! পিঠে আগুন ফেললে কে রে? একি! তুমি? রামানুজ? তোমার চক্ষের জলবিন্দু? এত উষ্ণ? এত তোমার মর্ম্মজ্বালা যে; তার জন্য তোমার অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার পৃষ্ঠে পতিত হ'ল! বল বৎস, বল। তোমার অন্তরে এত কি দুঃখ বল।

রামা। গুরুদেব! আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে।

যাদব। আমার ব্যাখ্যা শুনে? তাই এত অশ্রুপাত?

রামা। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের চক্ষুর সঙ্গে বানরের ঘৃণিত পশ্চাদ্‌ভাগের তুলনা! এ যে কি বিসদৃশ—

যাদব। বিসদৃশ!

রামা। আর পাপজনক, তা আর আপনাকে কি ব'লব!

যাদব। বটে! এর উপর আবার পাপজনক বলে বোধ হচ্ছে রামানুজ! তোমার ধৃষ্টতাতে আজ আমি বড়ই ক্রুদ্ধ হলুম। ভাল, এর চেয়ে তুমি কি উৎকৃষ্ট অর্থ ক'রতে পার?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সবই হ'তে পারে!

তিরুমল প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ।

যাদব। ওহে! যে জন্য তোমাদের ডাকিয়েছিলুম, তার আর প্রয়োজন হ'ল না। তোমাদের আর রামানুজের ছাত্রত্ব করতে হ'ল না। এখন তোমাদের গুরুই রামানুজাচার্য্যের ছাত্র।

রামা। ক্রোধ করবেন না গুরু, আমার কথায় অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। আবার গুরু ব'লে রহস্য কেন রামানুজ? শিষ্য বল—শিষ্য বল।

তিরু। কি হ'য়েছে গুরুদেব ?

দেব। আমার ব্যাখ্যা ওঁর বিসদৃশ আর পাপজনক ব'লে বোধ হয়েছে।

তিরু। বলেন কি! হতভাগার এত বড় ধৃষ্টতা!

দেব। থাক্ থাক্—বালক—ক্রোধ ক'র না। নাও রামানুজ, তুমি শ্লোকের কি অর্থ করিতে চাও বল।

নুজ। 'ক' মানে জল, 'পি' মানে পান করা 'কপি' যিনি জলপান করেন, অর্থাৎ সূর্য্য। 'আস' মানে বিকাশ। তা হ'লে কপ্যাসং মানে হ'ল সূর্য্যবিকশিত। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। তাহ'লে শ্লোকের অর্থ হ'ল—সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের চক্ষু সূর্য্যবিকশিত পদ্মের ন্যায় শোভাশালী।

দেব। (স্বগতঃ) তাইত! এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যানকৌশল ত কখন শুনিনি!

। ওরে! ছোঁড়া কি বলেরে!

ড়। চুপ কর্—চুপ কর্। গুরুর মুখ দেখতে দেখতে কপ্যাসং হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছিস না ?

ব। ওরে পুঁথিখানা খোল্।—তোমার ব্যাখ্যা শুনে আমি সন্তুষ্ট হ'লুম। তুমি যদি মনোমত ব্যাখ্যা করতে না পারতে, তা'হলে এই সকল শিষ্যদের কাছে তোমাকে আজ বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হ'ত। আরে হতভাগা এখনও হাঁ ক'রে বসে আছিস্ কেন, পুঁথি খোল্।

। আর পুঁথি খুলতে হবে না।

। তুমি তা'হলে শঙ্করের ব্যাখ্যা দেখেছ ?

। দেখেছি। তিনিই কপ্যাসং শব্দের ওইরূপ ব্যাখ্যা ক'রেছেন। আপনি নূতন কথা বলেন নি।

। ও! তা'হলে তুমি শঙ্করেরও উপর উঠ্তে চাও ?

। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলি সম্ভব হ'তে পারে, গুরুদেব!

যাদব। আবার গুরুদেব কেন, শিষ্য বল, শিষ্য বল রামানুজ!

রামা। ক্রোধ ক'রবেন না। আমার কথার অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। যখন তুমি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে তারও উপর উঠতে চাও, তখন তুমিই আমার গুরু।

রামা। কেন আচার্য্য, আপনিও ত শঙ্করের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেছেন।

বড়। আরে ম'ল, এ ছোঁড়া বলে কি!

নেড়ে। চুপ্-চুপ্! গুরুর মুখ এবারে পুণ্ডরীক হয়েছে—গালে হাসি ধরছে না।

যাদব। তুমি তাহ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্তও প'ড়েছ?

রামা। প'ড়েছি। শঙ্কর জগৎটাকে মিথ্যা বলেছেন। বলেছেন, এটা কিছুই নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। আপনি তা বলেন নি। আপনি বলেছেন, জগৎটা মিথ্যা নয়। তবে অনিত্য ব'লে হেয়, আর ব্রহ্ম নিত্য বলে উপাদেয়।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমায় বালক ব'লে বকলুম বটে, তবে সকল সময়ে শঙ্করের ব্যাখ্যা মনোমত হয় না। তাহ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্ত তোমার ভাল লেগেছে?

রামা। আচার্য্য! আমি ভগবানের দাস। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আমার কেমন ক'রে ভাল লাগবে!

নেড়ে। গুরুর মুখ আবার কপ্যাসং।

তিরু। তাইত রে! গোলমাল যে ক্রমে বাড়তে লাগল দেখছি!

বড়। বাড়বে না! তোমার আমার মত অজাযুদ্ধ নয়। এ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

যাদব। হুঁ! তাহ'লে 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এর অর্থ ব্রহ্মের স্বরূপ বলতে চাও না?

রামা। স্বরূপ বললে তাঁকে ছোট করা হয়। এ সমস্ত তাঁর গুণ,—তিনি নন। যেমন দেহ আমার—আমি দেহ নই।

যাদব। ওরে ধূর্ত্ত পাষণ্ড! তুই দুরভিসন্ধি হৃদয়ে পূরে আমার শিষ্যত্ব ক'র্‌তে এসেছিস্! আমার ব্যাখ্যা যখন তোর মনোমত নয়, তখন তুই কি ক'র্‌তে এখানে এসেছিলি? চলে যা—এখনি চলে যা।

সকলে। চলে যা—(ইত্যাদি শব্দ)

যাদব। দেখ রামানুজ! তোমার ব্যাখ্যা শঙ্কর অথবা অপর কোন পূর্ব্বাচার্য্যের মতানুযায়ী নয়। সুতরাং তুমি এখানে আর এস না।

রামা।
অকারণ ক্রোধ কেন দ্বিজ!
কভু তুমি নহ মতিমান, শঙ্কর সমান।
শঙ্কর আজন্ম যোগী,
আজন্ম সংসারত্যাগী ঋষি।
চন্দন বিষ্ঠায় তাঁর ছিল সমজ্ঞান।
সর্ব্বত্র দেখিল, ভগবান,
দেখেছেন সর্ব্বরূপ ভগবানে স্থিত।
এ হেন শঙ্কর যোগিবর
করেছেন বানরপৃষ্ঠাসনে
কৃষ্ণের সে পুণ্ডরীক আঁখির তুলনা।
হে কাম কাঞ্চন সেবী,
অবিদ্যাকবলগত গৃহী! পুঁথিগত বিদ্যা ল'য়ে
এ হীন তুলনা কভু সাজে কি তোমারে?
প্রায়শ্চিত্ত কর্‌হ বিধান।
আজ হ'তে দাস ব'লে আপনারে
নারায়ণ-পদে কর আত্মসমর্পণ। (প্রস্থান)

যাদব। কিহে, তোমরা সব শুনলে?

তিরু। আমরা ত শুনলুম; আপনি?

যাদব। আমিও শুনলুম।

তিরু। শুধু শুনলেন? এই অপমানটা নিজের ঘরে আমাদের সুমুখে বসে হজম ক'রলেন!

যাদব। কি ক'রব?

বড়। আপনাকে কিছু করতে হবে কেন? আপনি আমাদের আদেশ করুন। আমরা ছোঁড়াকে ধ'রে এনে তার দাঁত কটা ভেঙে দিই।

তিরু। এতে আমাদেরও মাথা কাটা গেল, তা জানেন?

যাদব। তা জানি। কিন্তু ও কি বললে, বুঝলে?

তিরু। সে আপনি বুঝুন। ছোঁড়ার ধৃষ্টতা দেখে আমরা সব ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গেছি।

যাদব। জ্ঞানশূন্য হ'লে হবে না। এর একটা প্রতীকার যত শীঘ্র পা[র] যায়, করতে হবে। ওকি বললে বুঝলে না? বলে আমি নারায়ণে[র] দাস। আবার আমাকেও তাই হ'তে উপদেশ দিয়ে গেল। বালক, শি[শু] বুদ্ধিমান হ'লে কি হবে, ওর মন দ্বৈতবাদরূপ পাষণ্ডতায় পরিপূ[র্ণ]। সনাতন অদ্বৈতমতকে রক্ষা করতে হ'লে ওকে পৃথিবী থেকে সরি[য়ে] দিতে হবে। ক্ষুদ্র শাস্তিতে হবে না। ছেড়ে দিলেও চলবে না। ছাড়লেই ও নিজের ঘরে টোল খুলবে। তখন বহুছাত্রের মধ্যে নিজের পাষণ্ড মত প্রতিষ্ঠা ক'রবে।

নেড়ে। আমি লোকপরম্পরায় শুনলুম, এরই মধ্যে রামানুজ 'স[ত্যং] জ্ঞানমনন্তং'—এই মহাবাক্যের ভক্তিপ্রধান ব্যাখ্যা ক'রে আপ[নার] মত খণ্ডন করেছে। বলেছে ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অন[ন্ত]স্বরূপ নন। তিনি এই সকল গুণবিশিষ্ট।

যাদব। ওই শোন। তাহ'লে এখন সকলে ঘরে যাও। সন্ধ্যায় এখানে আবার সমবেত হও। সেই সময় ধীরে সুস্থিরে সকলে একসঙ্গে ব'সে, ও পাষণ্ডের বধোপায় চিন্তা ক'রব।

[যাদব ও তিরুমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। বধ করতেই হবে ?

যাদব। বধ করতেই হবে। মূর্খ ! তুমি বুঝছ কি ! আমি ছাড়া এ দাক্ষিণাত্যে এমন আর কেউ নেই যে, ওই বালককে বিচারে পরাস্ত করতে পারে। যে শৈলপূর্ণ আমার কাছে বিচারে পরাস্ত হবার ভয়ে পাহাড়ে পালিয়েছে, ও তার ভাগে হয়ে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেল ! স্বয়ং যামুনাচার্য্য—বৈষ্ণব বেটারা যাকে বশিষ্ঠের অবতার ব'লে থাকে—আমাকে জয়পত্র পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রধান স্বীকার করেছে। আমি যতদিন আছি, ততদিন পর্য্যন্ত ভয় না থাকতে পারে। কিন্তু আমি আর ক'দিন। আমি ম'লে ও ছোঁড়া কি এ দাক্ষিণাত্যে সনাতন অদ্বৈত মত রাখবে মনে করেছ ?

তিরু। তাই ত গুরু, তাহ'লে উপায় কি হবে ?

যাদব। বিনাশ—বিনাশ। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ওকে যে কোন উপায়ে শেষ ক'রে চ'লে যাব।

(পরিক্রমণ, মস্তকসঞ্চালন ও উচ্চহাস্য)

তিরু। কি হ'ল গুরুদেব ?

যাদব। এসেছে এসেছে—ঠিক মাথায় উপায় এসেছে। এখন কাউকে ব'ল না। চল, আমরা গুরু আর সকল শিষ্য একত্র মিলে কাশী যাত্রা করি। তোমরা কৌশলে ভুলিয়ে ছোঁড়াকেও আমাদের সঙ্গে নাও। পথের মাঝে যেখানে সুবিধা বোধ করা যাবে, সেইখানেই তাকে শেষ

করব। তারপর কাশীক্ষেত্রে গিয়ে কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান
ব্রহ্মহত্যার পাতক, স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই ধৌত হয়ে যাবে।

তিরু। অতি সদ্যুক্তি।

যাদব। কেমন? এইবারে কমণ্ডলু গামছা ছত্র বস্ত্র সব নিয়ে এস
প্রচণ্ড চিন্তা—প্রচণ্ড চিন্তা—আর স্নান না করলে মাথা ঠিক রাখতে
পারব না। প্রচণ্ড চিন্তা—অদ্বৈতমতের কণ্টক দূর করব। তাতে
পাপ কি? হয়—কলুষনাশিনী গঙ্গে! সে পাপ ধুয়ে নেবার ভা
তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।—যাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দিরের দালান।

যামুনাচার্য্য ও কাঞ্চিপূর্ণ।

কাঞ্চি। যদি বহুকাল পরে আপনার চরণ-দর্শন এ দাসের ভাগ্যে
মিলেছে, তাহ'লে এসেই যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন প্রভু? কিছু
দিন আমার কিশোরের আতিথ্য-গ্রহণ করুন।

যামুনা। বহুকাল পরে তোমার প্রিয়সঙ্গ লাভ করেছি। এ আকাঙ্ক্ষি
বস্তু উপভোগের আর নিমন্ত্রণ করতে হয় না। কিন্তু কি করব কা
পূর্ণ, আমার থাকবার উপায় নেই। সকলকে গোপন ক'রে গভী
নিশীথে আমি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেছি। আমার গন্তব্য-স্থান আ
কাউকেও বলে আসিনি। তারা খুঁজতে খুঁজতে যদি এখানে এ
পড়ে, তাহ'লে এ কাঞ্চিপুরে অনর্থক একটা কোলাহলের সৃষ্টি হবে।

আমার এখানে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা নেই। এখন কিজন্ম তোমারি কাছে এসেছি শোন। শ্রীরঙ্গনাথের একটী সেবকের প্রয়োজন হয়েছে।

কাঞ্চি। প্রভু কি আঁর দেহ রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন না?

যামুনা। ইচ্ছা করলেই এ জীর্ণ-পিঞ্জরে আর কতকাল জীবন ধ'রে রাখ্‌তে পারব! অনেকবার মৃত্যু এসে এ পিঞ্জর-দ্বারে করাঘাত ক'রে চলে গেছে। শিষ্যদের মুখ চেয়ে আমি তাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিইনি। কিন্তু কতকাল তাকে নিষেধ ক'রে রাখব? মাকৃতির অবতার! ভগবদ্দাস্যের মূর্ত্তি তুমি। তোমার কাছে দাস্য-প্রেম শেখবার বয়স আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই তোমার বরদরাজের কাছে আমি তাঁর শ্রীরঙ্গ-মূর্ত্তির জন্য একটী সেবক ভিক্ষা করতে এসেছি।

কাঞ্চি। শ্রীরঙ্গনাথের যখন সেবক-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়েছে, তখন সে ত আপনার পাওয়াই হয়েছে গুরুদেব!

যামুনা। তাহ'লে সেবক পেয়েছি?

কাঞ্চি। দাসকে এ প্রশ্ন করছেন কেন? নিজেকেই এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।

যামুনা। পথে আসতে আসতে দেখলুম, অগণ্য শিষ্য-পরিবৃত যাদবপ্রকাশ এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলছে। তাকে দেখা-মাত্র আমি মুগ্ধ হয়েছি। বালকে অবতারের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান।

কাঞ্চি। তবে আর কি প্রভু, সেবক চেয়েছেন, সেবক দেখেছেন—

যামুনা। আর পাওয়া?

কাঞ্চি। সে আপনি জানেন আর বরদরাজ জানেন।

যামুনা। পাওয়া কি বড়ই কঠিন?

কাঞ্চি। তাই বোধ ত হয়।

যামুনা। বালকের পরিচয় কি ?

কাঞ্চি। পেরেমবেদুরের কেশবাচার্য্যের পুত্র। মহাত্মা শ্রীশৈলপূর্ণের ভাগিনেয়।

যামুনা। পরিচয়ে তুমি যে আমাকে ব্যাকুল ক'রে দিলে কাঞ্চিপূর্ণ! বালক যে আমাদেরই ঘর। তাহ'লে সে যাদবাচার্য্যের আয়ত্তে কেমন ক'রে পড়ল ?

কাঞ্চি। আপনি তার প্রতি এতকাল কৃপাদৃষ্টি করেন নি বলে।

যামুনা। বালকের নাম ?

কাঞ্চি। শৈলপূর্ণ তাঁর নাম দিয়েছেন লক্ষ্মণ।

যামুনা। পাবার বাধা কি ? যাদবাচার্য্যই বাধা নাকি ?

কাঞ্চি। সে বাধা কেটে গেছে। রামানুজ এক ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ রচনা ক'রে যাদবাচার্য্যের মত খণ্ডন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে।

যামুনা। তবে সে আচার্য্যের কাছে রয়েছে কেন ?

কাঞ্চি। নিজের একান্ত অনিচ্ছায়। শুধু আচার্য্যের আগ্রহে।

যামুনা। তার প্রতি আচার্য্যের কোনও দুরভিসন্ধি আছে বোধ হয় ?

কাঞ্চি। অসম্ভব নয়।

যামুনা। বেশ, সে অভিসন্ধি আমি বুঝে নেবো। আর কোনও বাধা ?

কাঞ্চি। বালকের বৃদ্ধ মা আছেন।

যামুনা। ভাল, তাঁর দেহত্যাগকাল পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব। এই বাধাই কি শেষ ? নিরুত্তর কেন কাঞ্চিপূর্ণ ? বালক বিবাহিত নাকি ?

কাঞ্চি। বিবাহিত।

যামুনা। হুঁ! উর্ম্মিলা বেটীও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ?

াঞ্চি। শুধু আসেন নি—মা আমার এবার পতিবিরহ-ভয় সঙ্গে-সঙ্গে এনেছেন। এবারে আকুল-প্রেমে তিনি স্বামীকে জড়িয়ে আছেন।

মুনা। সে বন্ধন থেকে বালককে মুক্ত করতে পারবে না কাঞ্চিপূর্ণ?

াঞ্চি। আমি? আমি যুগযুগ ধ'রে ওই পরিবারের দাস। আমাকে এ বিষম আদেশ কেন করছেন প্রভু?

মুনা। অথচ তাকে মুক্ত করতে হবে। মা উর্ম্মিলে! রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতার উদ্ধারের জন্য একবার তুমি স্বামীকে হৃষ্টচিত্তে নিজের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলে। এবারও দানবপ্রকৃতি মানব, যোগীর আবরণ প'রে, জীবের হৃদয় থেকে ভক্তিরূপ সীতার অপহরণ করেছে। এবারেও তোমাকে স্বামী পরিত্যাগ করতে হবে! কোটী কোটী জীবের কল্যাণ—তুমি স্বার্থপরার মত নিজের ঘরে তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এইবারে তোমার কিশোরকে একবার দেখাও ত মা! একবার আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করি।

ঞ্চি। বরদরাজস্বরূপ আপনি। আপনি স্বরূপ দেখবেন। তবে দাসকে আর রহস্য করছেন কেন নারায়ণ।

না। ভাল, আমিই যাচ্ছি। [যামুনাচার্য্যের প্রস্থান।

াথ্যে। কি বাবাজী আছ?

ঞ্চি। এ কি! যাদবপ্রকাশ এখানে আসছে! তাই ত! কি অভিসন্ধিতে এখানে আসছে বুঝতে ত পারছি না! বড়ই ত বিপদের কথা হ'ল! গুরুদেবও আজ এখানে। ও দাম্ভিক ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখে যদি অসম্মানের কথা কয়? শুনলে ত আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না! সহসা যদি আমার সেই বামুরে ক্রোধ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠে? তা হ'লে ত দিগ্‌বিদিক পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকবে না! যাক,

কিঁ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ আসছে, সেটা একটু অন্তরালে থেকে বুঝতে হ'চ্ছে। [প্রস্থান।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। কি জানি! ব্রাহ্মণের হ'ক, শূদ্রেরই হ'ক, ঠাকুর ত বটে! আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক, বেটার ঠাকুর অনিষ্ট করতে পারে! যাব ছ'মাসের পথ। পথে পাহাড় জঙ্গল, বাঘ ভালুক—কত কি বিপদ আছে। যদি ঠাকুর ঝোপে ঝাপে কোনও একটা বিপদের কেঁকড়া তুলে বসে? কাজ কি তুষ্ট ক'রে যাওয়াই ভাল। বরদরাজ অনেক দিন কাঞ্চিপুরে রয়েছে।' লোকেও বলে জাগ্রত। কেউ জানবে না। বাবাজীও বুঝতে পারবে না। মনে মনে একটা স্তব ক'রে চলে যাই। কই হে বাবাজী!

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। একি! একি! বরদরাজের আজ কি ভাগ্য!' তাঁর ঘরে আজ আপনার পায়ের ধূলো পড়ল! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরণ ও আসন আনয়ন)।

যাদব। থাক্—থাক্। কল্যাণ হ'ক। আসন আনতে হবে না, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। অনেক দিন থেকে তোমার বরদরাজকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কার্য্যগতিকে সেটা আর হ'য়ে ওঠেনি। একবার কাশীক্ষেত্র দেখবার মানস করেছি। অনেক দূর, তার পথ দুর্গম। ফিরতে পারি কি না পারি, তাই একবার তোমার ঠাকুরকে দেখে যাব। ইচ্ছাটা অসম্পূর্ণ রাখা উচিত নয়।

কাঞ্চি। তাই ত প্রভু, আমি যে বড় বিপদে পড়লুম!—ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন।

যাদব। ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন কি বাবাজী! নারায়ণের আবার ঘুম কি?

কাঞ্চি। একি আপনার বেদান্তের ঠাকুর প্রভু, যে তার ঘুম নেই? একে এ চণ্ডালের ঠাকুর—তাতে আবার জাতে গোয়ালা। এ কখন ঘুমোয়, কখন জাগে; কখন হাসে, কখন কাঁদে; কখন বা অভিমান করে।

যাদব। (হাস্য) বেশ বেশ—একবার তোমার ঠাকুরকে জাগিয়ে তোল!—বলি কাঁচা ঘুম না পাকা ঘুম?

কাঞ্চি। এই সবেমাত্র তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।

যাদব। সে গয়লার পোলা ত? তাহ'লে তার ভিটকিলিমির ঘুম। দেখগে এতক্ষণ বুঝি সে তোমার ননী, মাখন, ছানা চুরি ক'রে খাচ্ছে। লোকের কাছে শুনি, বরদরাজ তোমার সঙ্গে কথা কয়, তোমার সুমুখে নাচে খেলে। দেখগে, আজ বোধ হয় সে চুরি ক'রছে। [কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

যাদব। বলে ঘুমুচ্ছে! যাক্, মূর্খশূদ্র ঈশ্বরসম্বন্ধে ওর আর কি জ্ঞান হ'তে পারে। যেমন জ্ঞান, তেমনি ধারণা। বললেও ত কিছু বুঝবে না। আর অনধিকারীকে এ সম্বন্ধে বলাও কিছু উচিত নয়। এখন একবার ঠাকুরটাকে দেখে পালাতে পারলে বাঁচি। ছোঁড়ারা কেউ জানেনা। এখানে এসেছি জানলে বেটারা একটা গোলমাল বাধিয়ে বসতে পারে।

পশ্চাৎ হইতে গোপালবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ।

একহস্তে খাদ্যভক্ষণ অন্যহস্তে যাদবকে ধারণ।

কৃষ্ণ। দাদা কি করছি দেখ! তোমার প্রসাদ চুরি ক'রে খাচ্ছি।

কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চি। ওরে! কি করিস্ কি করিস্? আমি নই, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ—এঁটো হাতে ছুঁস্‌নি।

কৃষ্ণ। ওমা! এ কেগো! (পলায়ন)

যাদব। ও ছোঁড়া কে?

কাঞ্চি। এঁটো হাতে কি আপনাকে ও ছুঁয়েছে?

যাদব। ছুঁয়েছে কি—উচ্ছিষ্ট আমার হাতে কাপড়ে লাগিয়ে দিয়েছে (সক্রোধে) কে ও?

কাঞ্চি। কি আর বলব, ওই আমার বরদরাজ। আপনি যা বলেছেন তাই—দুষ্টুটো ঘুমোয়নি। আমার আজ কিছু ক্ষুধামান্দ্য ছিল। এই জন্য পাতে কিছু অন্নের অবশেষ ছিল। মনে করেছিলুম রাত্রি প্রভাত হ'লে সে গুলোকে জলে ফেলে দেব। দুষ্ট শয্যা থেকে উঠে সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছে।

যাদব। (স্বগতঃ) কি ঘৃণা! চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট—তার আবার উচ্ছিষ্ট! তাই আমার অঙ্গে উঠলো! ঠিক হয়েছে যাদব, ঠিক হয়েছে। অদ্বৈতবাদী অধ্যাপক হয়ে যেমন তুই শূদ্রের ঠাকুর দেখতে এসেছিলি, তার ঠিক শাস্তি হয়েছে।

কাঞ্চি। তাইত ঠাকুর, দুষ্টুটো কি করলে!

যাদব। দুষ্টু কি করবে? ঘৃণিত পেরিয়া! এ কাজ তুই করেছিস্ প্রতারক! ওই একটা অধম শূদ্র-বালককে ঠাকুর ব'লে তুই লোক-সমাজে নিজেকে সাধু ব'লে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছিস্? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা! আমি আগে কাশী থেকে ফিরে আসি। তারপর তোর, আর ওই তোর ঠাকুরের যদি মুণ্ডপাত না করতে পারি,

তাহ'লে আমার নাম যাদবপ্রকাশই নয়। কি ঘৃণা, কি ঘৃণা, কি ঘৃণা! [প্রস্থান।

কাঞ্চি। তাইত ভাবি, রামানুজ গুরু ব'লে যার চরণে মাথা নুইয়েছে, সে কখন কি ভাগ্যহীন হয়! এখন তুমি অহঙ্কারে অন্ধ। যাও ভাগ্যবান যাদব, একদিন তুমি এ অমৃতস্পর্শের রস অনুভব করবে।

পটপরিবর্ত্তন।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

যামুন। হে নাথ! বিষ্ণুপ্রেমার চিত্তাহ্লাদকরী কমনীয় মূর্ত্তিকে বিষ্ণু-ভক্তিহীন শুষ্কহৃদয় যাদবপার্শ্বে অবস্থিত দেখে আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছি।

লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টং কর্ত্তুমর্হসি॥

হে নলিননেত্র শ্রীপতে, রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপনপূর্ব্বক তাকে স্বমতে আনয়ন কর।

দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত।

বন্দে মুকুন্দ মাধব মুরারি।
কৌস্তুভ-মণিহারি কমলা-হৃদয়-নিলয় বিহারী॥
মধুসূদন মধুসূদন মধুসূদন।
ধর্ম্ম স্থাপন কারণ, জগপালন পরায়ণ,
মানব-নন্দন, লীলাবিলাসঘন মনোহর কলেবরধারী।
হে হরি হে হরি হে হরি, যুগে যুগে অবতারী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাঞ্চীপুর—রামানুজের গৃহ।

রামানুজ ও কান্তিমতী।

কান্তি। একান্তই যেতে হবে?

রামা। আমি আগে থাক্‌তেই গুরুর কাছে একরূপ প্রতিশ্রুত হয়েছি। বলেছি, মায়ের সম্মতি যদি পাই, তা হ'লে আমার যাবার অমত নেই। গুরু বরং তাঁর অনুগামী হ'তে আমাকে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন—'রামানুজ! তুমি মায়ের একমাত্র সন্তান। তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে অনুরোধ কর্‌তে পারি না। পথ অতি দুর্গম। তাতে যে বিপদ আপদ নেই এ কথাও আমি বল্‌তে পারি না। এই সমস্ত জেনে শুনে তুমি মত প্রকাশ কর।'

কান্তি। গুরুর সঙ্গে তীর্থদর্শনে যাবে—এরূপ সৎসঙ্গ সহজে ঘটে না—কর্ত্তাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার গঙ্গাস্নানে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন—কিন্তু তোমার মুখ দেখে তিনি তীর্থ টীর্থ সব ভুলে গেলেন! কবে যাওয়া হবে?

রামা। কবে আবার কি—কাল।

কান্তি। তা হ'লে আজ থেকে উদ্যোগ করতে হয়।

নেপথ্যে যাদব। রামানুজ!

কান্তি। আসুন ঠাকুর, আসুন।

সশিষ্য যাদবাচার্য্যের প্রবেশ।

যাদব। এমন মা না হ'লে এমন সন্তান হয়! ধন্য কেশব-গৃহিণী, তুমি ধন্য।—নে ছোঁড়ারা মাকে প্রণাম কর্। ওঁর চরণে প্রণাম ক'রলে, দেখতে দেখতে তোদের মেধা বুদ্ধি, ঋদ্ধি সিদ্ধি সব খুলে যাবে।

কান্তি। বসতে অনুমতি হ'ক্।

যাদব। না আমি আর ব'সব না। শুনেছ ত?

কান্তি। রামানুজের মুখে শুনলুম—

যাদব। বহুদিন থেকে সাধ ছিল, কলুষনাশিনী সুরধুনীর জলে একবার অবগাহন করি। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথকেও দর্শন করি। মনে করিছিলুম ঝঞ্ঝাটগুলো মিটে গেলেই এক জনের উপর টোলের ভার দিয়ে চ'লে যাব। তা ঝঞ্ঝাট, মেটা দূরে থাক্, উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল। তা হ'লে ত আর যাওয়া হয় না! কি করি, চোক-কান বুজে একটা সঙ্কল্প ক'রে বসেছি।

কান্তি। তা করেছেন্—ভালই করেছেন।

যাদব। শোন্, ছোঁড়ারা শোন্! 'তেজস্বিনী স্ত্রীলোকের মুখের কথা শোন্। ছোঁড়াদের কাছে এই প্রস্তাব করতেই তারা সব প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠল। মায়ের কাছে বলতেই, মাও তদ্বৎ—প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠলেন। স্ত্রী ত শুনতে না শুনতেই পপাত ধরণীপৃষ্ঠে বাতেন কদলী যথা।' শেষে হ্যাঁ প্যাঁ চ্যাঁ একত্র মিশে একটা বিষম গণ্ডগোল হ'য়ে উঠলো। আমারও তদ্দর্শনে সঙ্কল্প চতুর্গুণ দৃঢ় হয়ে গেল। আমি একেবারে দিনস্থির ক'রে ফেললুম।

কান্তি। তা করেছেন ভালই করেছেন।

যাদব। ভাল করিনি রামানুজের মা?

কান্তি। বিশ্বনাথ দর্শনের তুল্য সৎ কাজ আর কি আছে।

যাদব। এই—কিন্তু মা এবং স্ত্রী—এঁরা এ সব বোঝেন না।—শুনে মা হলেন পুত্রশোকাতুরা, আর স্ত্রী হ'লেন পতিবিয়োগবিধুরা আমারও মন হ'য়ে গেল ক্ষুরন্ত ধারা। একেবারে ক্যাচ্ ক'রে সব মমতা মোহ কেটে ফেললেম।

কান্তি। তা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কেন? তাহ'লে আমরাও আপনার সঙ্গে যেতে পারতুম্।

যাদব। তাই যাব একবার মনে করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথের ইচ্ছা তা আর হ'ল না। কথাটা কি জান রামানুজের মা, আমি যাদব প্রকাশশর্ম্মা যাচ্ছি বিশ্বনাথের সঙ্গে পরিচয় ক'রতে। কে লোক তাঁর পুরীতে এলো তা বিশ্বনাথ একবার জানবেন না? অপরিচিতের মত যাব, অপরিচিতের মত চলে আসব? কাশীবাসী বুঝবেনা তাদের সহরে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য এসেছে?—কথাটার মর্ম্ম বুঝেছ?

কান্তি। সেখানে গিয়ে শাস্ত্রবিচার করবেন।

যাদব। শুধু বিচার! বিচারে কাশীধামের পণ্ডিতকুলের মধ্যে আমার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা ক'রে, তবে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসব কিন্তু তা করতে গেলে, মা ও স্ত্রী ইত্যাদি ঝঞ্ঝাট নিয়ে গেলে ত আর চলে না! তাই মনে করেছিলুম, আমি একা যাব। কিন্তু ছেলেগুলো সব আমার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরলে। তোমার পুত্র তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি সে তোমার সবেধন নীলমণি, এই জন্য তার প্রস্তাবে আমি প্রথম সম্মত হইনি। তবে তার আমার সঙ্গে যাওয়া যে প্রার্থনীয় নয় এ কথা বলতে পারি না। কেশব-গৃহিণী, তুমি রত্নগর্ভা। সেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের সময় তোমার পুত্র আমার কাছে থাকলে আমার অনেকটা বল বৃদ্ধি

হ'তে পারে। কিন্তু তথাপি রামানুজের মা, তোমাকে স্মরণ ক'রে আমি তার অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রথমে ইতস্ততঃ ক'রেছি।

[illegible]। তা আমি পুত্রের মুখে শুনেছি।

[illegible]দেব। এ কথা শুনেছ? ভাবলুম তীর্থযাত্রার কথা শুনলেই তুমি কিছু কাতর হ'য়ে পড়বে।

[illegible]। শুধু আমি নই ঠাকুর। আমার ছেলের তীর্থে যাবার কথা শুনে আমার পুত্রবধূও বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছে।

[illegible]দেব। হুঁ! ওই সমস্ত বিভীষিকাই ধর্ম্মপথের কণ্টক। এই সকল ছাত্রদের স্ত্রীসকল কিন্তু সোৎফুল্ল হ'য়ে নিজ নিজ স্বামীকে বিদায় দিয়েছেন।

[illegible]। আমার স্ত্রী ত আমাকে বলেছেন—"যেন কাশী থেকে তোমাকে আর ফিরতে না হয়।"

[illegible]। আমারও কতকটা ওই রকম। তবে তিনি বলবার সময় অঙ্গুলি ক'টা একবার সশব্দে বক্র ক'রে নিয়েছিলেন।

[illegible]। আমার বেলায় আরও কিছু বিশেষ। তিনি আমার কাপড়ের পুঁটুলির এক কোণে আটকড়া কড়ি বেঁধে দিয়েছেন। বাঁধিতে বাঁধিতে বলেছেন—"মণিকর্ণিকায় চিতারোহণকার্য্যে এই কড়িকটাতে সমূহ উপকার দেখবে।"

[illegible]দেব। বুঝতে পারছ রামানুজের মা, তারা কিরূপ পতিপরায়ণা। তারা জানেন যে, কাশীতে দেহত্যাগ করলেই মোক্ষ। স্বামীর মোক্ষ-কামনায় তাঁরা নিজ নিজ বৈধব্যকেও তুচ্ছজ্ঞান ক'রেছেন।

[illegible]। সে বিষয়ে আপনি চিন্তা ক'রবেন না। আপনার সঙ্গে যেতে যখন তার আগ্রহ হ'য়েছে, তখন এ সদিচ্ছায় আমি বাধা দেব না। গেলে, রামানুজ হ'তে স্বামীর পিণ্ডোদক ক্রিয়াটা ত নিষ্পন্ন হবে?

যাদব। তাতে আর সন্দেহ আছে। শুধু তোমার স্বামীর? পিতৃপক্ষে তিনপুরুষ, মাতৃপক্ষে তিনপুরুষ। তোমার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত বুঝেছ? আর সে কার্য্য আমিই ক'রে দেব।

কান্তি। স্বামী পারেননি। শুনেছি আমার শ্বশুরও পারেননি—বাছা হ'তে যদি সেই কাজ হয়, তাহলে তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? নিজের সুখের জন্য পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদকে ব্যাঘাত দেব!

যাদব। সাধ্বীর উপযুক্ত কথাই এই। আর পুত্র কামনা কিসের জন্য রামানুজের মা? পিতৃপুরুষ পিণ্ড পাবে এইজন্য না? ছেলে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করলে অথবা পদ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই সে পুত্রপদবাচ্য হয় না। যে পুত্র পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে গণ্ডূষমাত্রও জলদান করে, সে অতি দরিদ্র হ'লেও পুত্র—

তিরু। অবশিষ্ট সব বেটারা মূত্র।

বড়। এরূপ বহুপুত্র—বহুমূত্র।

যাদব। বস্—তাহ'লে বৃথাবাক্যে আর সময় নষ্ট ক'রব না। আমি চললুম। মঙ্গলের উষায় যাত্রা করব স্থির ক'রেছি—তুমি ইতিমধ্যে পুত্রের যাত্রার আয়োজনসম্বন্ধে যা যা করবার ক'রে রেখো। কেননা আমাদের সকলেরই ইতিমধ্যে অল্প বিস্তর আয়োজন করতে হবে ত আমাদের কেউ আর বোধ হয় আসতে পারবে না।

কান্তি। আপনাদের আসবার আর প্রয়োজন নেই। আমিই ওঁকে প্রস্তুত ক'রে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

যাদব। বস্—চলে এস হে তোমরা। রামানুজ! (রামানুজের প্রবেশ) আর কি, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার জননী সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার তীর্থগমনে অনুমতি ক'রেছেন। আমরা এখন চললুম। প্রয়োজন বোধ কর, আমি এদের মধ্যে একজনকে পাঠি

দেব। না কর, যে সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছি, সেই সময়ে তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হ'য়ো।

রামা। কি মা, আদেশ?

কান্তি। গুরু যখন নিজে তোমাকে যত্ন ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তখন তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।

দীপ্তিমতীর প্রবেশ।

দীপ্তি। তোমার না থাকতে পারে দিদি, কিন্তু আমার আছে। হাঁ ঠাকুর, সে যেখানে টুকি টাকি ছাত্র আছে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তবে গোবিন্দকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন কেন?

যাদব। তোমার পুত্রে ও রামানুজে যথেষ্ট প্রভেদ। রামানুজ শান্ত, তোমার পুত্র চঞ্চল। রামানুজ বুদ্ধিমান আর সে কতকটা বুদ্ধিহীন।

দীপ্তি। আপনার সব শিষ্যেরাই কি শান্ত ও বুদ্ধিমান?

যাদব। তা না হলেও তারা আমার বশ—আর তোমার পুত্র—

সকলে। অবশ্য।

যাদব। একে যেতে হবে বহুদূর। তার উপরে পথ সর্ব্বস্থানে সুগম নয়। বিশেষতঃ পথের মাঝে বিন্ধ্যাচল পাদমূলে গোণ্ডারণ্য ব'লে যে স্থান আছে, সে স্থান অতি দুর্গম। যদি তোমার পুত্র চঞ্চল-স্বভাববশতঃ একটু এদিক ওদিক গিয়ে পড়ে, তাহ'লে আর তাকে আমরা খুঁজে পাব না।

তিরু। সে ত পথ হারালে খুঁজে পাব না; আর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে?

বড়। সাক্ষাৎ? সে ত হবেই। গোবিন্দ ব্যাঘ্রের উদরে অধিষ্ঠান না ক'রে কখনই ছাড়বে না।

যাদব। রামানুজকেই আমি অতি সঙ্কোচের সহিত নিয়ে যাচ্ছি। তবে ওর নাকি যাবার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে—আর বালক নাকি অতি শিষ্ট—তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দীপ্তি। আচার্য্য! আপনি আমার পুত্রকেও সঙ্গে নিয়ে যান। চঞ্চলতার জন্য সে যদি প্রাণ হারায়, তাহ'লে আমি বুঝব, সে নিজ দোষের শাস্তি পেয়েছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার সুমুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি যে, সেজন্য আমি আপনাদের কাউকেও দোষী ক'রব না।

তিরু। গুরুদেব! গণ্ডগোল!

বড়। আমি তখনই বলেছি, রামানুজকে আপনি সঙ্গে নেবার অভিলাষ ক'রবেন না। কিন্তু আপনি যে রামানুজ রামানুজ ক'রে পাগল!

নেড়ে। পাগল ব'লে পাগল—নিজের ছেলের জন্যও ওঁকে কখন ওরূপ ব্যাকুল দেখিনি।

যাদব। দেখতে ব্যাকুল ব'লে কি, নিয়ে যাবার জন্যও আমি ব্যাকুল হ'য়েছিলুম? এ বিপদ ত তোরাই ঘটালি।

দীপ্তি। দোষী ত ক'রবই না, পুত্র যদি মরে, ওর জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব না।

বড়। তুমি ত ফেলবে না, কিন্তু আমাদের যে তার জন্য নাকের জলে চোখের জলে নাকানি-চোবানি খেতে হবে।

যাদব। তবে শোন গোবিন্দের মা। শুনলে মনে কষ্ট হবে, তবু বলি। তোমার পুত্রটী শুধু চঞ্চল হ'লে ক্ষতি হ'ত না। পুত্রটী তোমার তার উপর অতি অশিষ্ট। সেদিন রামানুজে ও আমাতে শাস্ত্রার্থ নিয়ে এক দিন একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হ'য়েছিল। কেমন হে রামানুজ? সেই সেদিন। পূর্ব্বসংস্কারবশে তোমার সূত্রার্থ আমি হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারি নি।

তাইতে তোমাকে একটু কটূক্তি ক'রেছিলুম। তুমি সেদিন মনঃ-ক্ষোভে বোধ হয় পথ চলছিলে। গোবিন্দ তোমার সে অবস্থা দেখে-ছিল। তোমাকে ডেকেছিল, তুমি উত্তর দাও নি। তাইতে তোমার ভাই আমার কাছে ছুটে এসে ক্রোধে আরক্ত নয়ন ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—"হাঁ গুরু! আমার দাদাকে কেউ কি কিছু অপমান ক'রেছে?" তার সঙ্গে তখন দু'চারটে কথা ক'য়ে বুঝলুম যদি সত্য কই, তাহ'লে তোমার ভাইয়ের হাতে আমার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। ভয়ে আমাকে মিথ্যা কইতে হ'ল।

রামা। এ যদি সে ক'রে থাকে, তাহ'লে সে বড়ই গর্হিত কাজ করেছে গুরু!

যাদব। পথে যেতে যেতে কোন দিন তোমার সঙ্গে আমার অন্যান্য শিষ্যদের একটু আধটু যে বাগ্‌বিতণ্ডা না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। অবশ্য সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে—তবু তবু—কি জান রামানুজ!

রামা। এ রকম বিতণ্ডা ত পিতা-পুত্রের ভিতরেও হয়ে থাকে—স্বামী-স্ত্রীতে, সহোদরে সহোদরে—

যাদব। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভিতরেও হয়ে থাকে,—

ভিক্ষ। যেখানে যাবার মনন করেছি, সে স্থানটা কি ক'রে হ'ল? হর-গৌরার কোন্দলেই ত পবিত্র বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

যাদব। তোমার সে দুষ্ট ভাই সঙ্গে থাকলে, নিশ্চয় একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে।

নেড়ে। আমি ত এখনি চললুম।

বড়। আমি এই তোর মুক্ত-কচ্ছ অবলম্বন করলুম—(কাছা ধরা)

ভিক্ষ। আমি তোদের স্কন্ধদেশে ভরপ্রদান করলুম।

যাদব। দাঁড়াও—ব্যাকুল হ'য়ো না। তাই বলি রামানুজ, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

রামা। না গুরু, ত্যাগ করব না। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কান্তি। আপনি ভয় পাবেন না আচার্য্য! আমি গোবিন্দকে ভুলিয়ে ঘরে রাখব। [দীপ্তিমতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। কি হ'ল মা? গুরু মত করলে না?

দীপ্তি। হাঁরে হতভাগা, গুরুর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিস্?

গোবিন্দ। কই, কবে, কি ব্যবহার করেছি?

দীপ্তি। ছি ছি! এমন কুক্ষণে তোকে গর্ভে ধরেছিলুম যে আজ আমাকে তোর জন্য একঘর লোকের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে হ'ল! বলতে এসে আমি মুখ পেলুম না! সকলে পড়ে ছি ছি ক'রতে লাগল!

গোবিন্দ। কই, কবে কি বলেছি, আমার ত কিছু মনে নেই!

দীপ্তি। মনে নেই, মনে ক'রে দেখ্। গুরু কি মিথ্যা কথা বলেছে? ছি ছি ছি ছি! কি ঘেন্না! কোথায় বড়মুখ ক'রে আচার্য্যের কাছে এলুম, মনে করলুম, বালক ব'লে বুঝি করুণায় তাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না। ওমা তা নয় উলটো হ'ল!

গোবিন্দ। তা হ'লে আমার গুরুর সঙ্গে যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। সঙ্গে! যাবার নামেই তাঁর তীর্থযাত্রা বন্ধ হ'বার যোগাড় হয়েছিল।

গোবিন্দ। ও! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কই মা, আমি ত গুরুকে কিছু বলিনি। দাদাকে অপমান করেছে মনে ক'রে আমি তার চেলাদের যমালয়ে পাঠাব বলেছিলুম।

দীপ্তি। তোমার মূর্ত্তি দেখে ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা কয়েছিলেন।

গোবিন্দ। হুঁ! তা হ'লে দাদার সঙ্গে আমার কাশী যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। তুমি গেলে আচার্য্যের একজনও ছাত্র তাঁর সঙ্গে যাবে না। তারা তোমার নাম শুনেই লাফাতে লাগলো।

গোবিন্দ। হুঁ বুঝেছি। কিন্তু মা! আচার্য্য যদি আমাকে তীর্থে নিয়ে না যান, আমি নিজে ত যেতে পারি।

দীপ্তি। কোথায়?

গোবিন্দ। কেন, তীর্থে।

দীপ্তি। পাগল! নে, ঘরে চল্। না যাওয়া হ'ল তাতেই বা কি, তুই এখানে থেকে দিদির সেবা কর্। তা হ'লেই তোর তীর্থে যাওয়ার ফল হবে।

গোবিন্দ। সে ফল ভোগ কর তুমি। মা আমাকে অনুমতি কর।

দীপ্তি। কিসের অনুমতি? নে পাগল, ঘরে আয়।

গোবিন্দ। না, মা। আদেশ কর আমি তীর্থে যাই।

দীপ্তি। কার সঙ্গে যাবি?

গোবিন্দ। (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই এর সঙ্গে। মা আমি অশিষ্ট, ধৃষ্ট কিন্তু বলিষ্ঠ। সুতরাং একা তীর্থে যাওয়াই আমার পক্ষে সঙ্গত। যখন যাব সঙ্কল্প ক'রেছি, তখন যাবই। তবে তোমার অনুমতি পেলে তীর্থে পৌছিতে পারব, না পেলে পথের মাঝে গোভারণ্যে—বাঘের হাঁয়ের ভিতর—বুঝেছ? বিশ্বনাথ আর দেখা হবে না।

দীপ্তি। যেতেই হবে?

গোবিন্দ। এই যে বললুম মা! যে গুরু শিষ্যকে ভয় ক'রে মিথ্যা বলে, আজ যে সে সত্য কইলে, তাতেই বা বিশ্বাস কি! মা! আমার আসল গুরু ওই মিথ্যাবাদী নকল গুরুর সঙ্গে যাচ্ছে।

দীপ্তি। তা হ'লে আর গোল করিস্‌নি। কেউ না জানতে জানতে আমার সঙ্গে বাড়ী চলে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

গোঙারণ্য।

ব্যাধ-বালক ব্যাধ-বালিকাবেশে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত।

(ওরে) ভাবনা কি তোর ভাবী।
যখন যা তোর হ'বে পা'বার, চাইতে না তুই পা'বি।
(তোর) ঠোঁটের কথা থাকতে ঠোঁটে,
মনের কথা নেবো লুটে,
অমনি কাছে যাবো ছুটে পুরিয়ে দেবো দাবী।
নিজের ঘরে হাট বসালি, হাটে কেন যাবি।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। তাইত, কি দুর্গম পথ! উভয়পার্শ্বের ঘন বন যেন কত ক্রোশ চওড়া এক একটা পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে। একা একা এই দুর্গম পথ ভেদ ক'রতে হবে? নারায়ণ! কি তোমাকে ব'লব বুঝতে পারছি না। আমার কোমলপ্রকৃতি দাদাকেও যখন এই পথ অবলম্বন ক'রে চলতে হবে, তখন তোমার আশ্বাসমূর্ত্তি দেখিয়ে এ দাসকে সাহস দাও। কে যেন আসছে না? আরে গেল, একটা ছোঁড়া ব্যাধ

আর ছুঁড়ী বেদেনী। তাইত! ছুটো শুধু আসছে না। দু'টোতে বেশ স্ফুর্ত্তি করতে করতে আসছে। বেটাবেটীরে এমন জঙ্গলকেও যেন ঘর বাড়ীর মতন করে ফেলেছে। একটুমাত্র সঙ্কোচ, বিন্দুমাত্র ভয় নাই।

গোবিন্দ। ওরে ও বেদে ছোঁড়া! গান রেখে একটা কথা শোন্ দেখি।

নারা। তুই কে বটিস্ রে?

গোবিন্দ। এখান থেকে কি বলব? কেরামতি রেখে কাছে আয় বলি। আরে বোকা ওটাকে শুদ্ধ নিয়ে আয়। এখনি বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে চোঁৎকরে ওটাকে নস্তি ক'রে ফেলবে।

নারা। তুই কে বটিস্?

গোবিন্দ। আঁচ কর্ দেখি।

লক্ষ্মী। দেখে মনে হচ্ছে তুই একটা মানুষ।

গোবিন্দ। দেখ্ ছোঁড়া! তোর চেয়ে তোর সঙ্গের ওই ছুঁড়ীর বুদ্ধি আছে।

নারা। তুই ঠিক বুঝেছিস্। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সব ওই রে—সব ওই।

গোবিন্দ। ও যদি তোর সব হ'ল তা হ'লে তুই কেমন ক'রে থাকিস্?

নারা। ও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না ব'লে ওও আছে আমিও আছি—কিরে বুঝলি?

গোবিন্দ। ও তোদের কথা তোরা বোঝ। এখন আমাকে বল দেখি. এ কোথায় আমি এসেছি?

নারা। তুই কোথায় যাবি?

গোবিন্দ। যাব অনেক দূর।

নারা। কোথা থেকে আসছিস?

গোবিন্দ। সেও অনেক দূর।

নারা। তুই যখন আমাকে খাঁটি কথা কইতে ভয় করছিস্, তখন এ বনে কেমন ক'রে পথ চলবি! এ বনে যে অনেক বাঘ ভালুক আছে।

গোবিন্দ। বাঘ ভালুকও যেমন আছে, তোরাও ত তেমনি আছিস্।

লক্ষ্মী। ও একাই আছে রে!

গোবিন্দ। আর তুই?

লক্ষ্মী। আমি একা থাকতে পারি না ব'লে ওর সঙ্গে আছি। কোথায় যাচ্ছিস্ ওকে ঠিক করে বল্। তাহ'লে এ বনে তোর আর ভয় থাকবে না।

গোবিন্দ। তাইত, এ দুটো বলে কি? যাই হ'ক, ওরা বেদে—অসভ্য। ওরা কথার মারপ্যাঁচ জানে না। আর কাউকে বলতে বারণ ক'রে ওদের বলি। বারণ করলে ওরা আচার্য্যকে বলবে না। আচার্য্যের দলও এখানে আসে আসে হ'য়েছে।

নারা। কেমন রে ঠিক বলেছি ত! বলতে তোর ভয় হ'চ্ছে।

গোবিন্দ। কাউকে বলবি নি?

লক্ষ্মী। তুই কাশীজী যাচ্ছিস্, না?

গোবিন্দ। কেমন ক'রে জানলি?

নারা। তুই যাচ্ছিস্ কি না বল্ না।

গোবিন্দ। কেমন ক'রে বলব? কাশী কি আমার যাওয়া হবে?

নারা। মন মুখ এক করলেই হবে। ওই ওরা কাশীজী যাচ্ছে।

গোবিন্দ। কারা?

নারা। ওই যে ওরা—বনের ধারে এসে আড্ডা গেড়েছে।

লক্ষ্মী। তাদের ভেতরে একটা ছেলে আছে, তাকে দেখলে বড় আহ্লাদ হয়রে।

গোবিন্দ। তাইত! এসে পড়েছে!—ওদের বলবিনি ভাই?

লক্ষ্মী। কেন, ওদের কি তোর ভয় হয়?

গোবিন্দ। ওরা আমাকে সঙ্গে নেবে না ব'লে, আমি একা এসেছি।

নারা। বেশ করেছিস্ রে বেশ করেছিস্—একাই ভাল রে একাই ভাল। বিশ্বনাথ একাকে বড় ভালবাসে রে!

গোবিন্দ। তাই ত! কে এরা! এই ঘোরারণ্যে এমন আহ্লাদে পুতুলের মতন নেচে-খেলে বেড়াচ্ছে—কি অদ্ভুত এরা!

নেপথ্যে। শিব শিব শম্ভো।

নারা। ওই ওরা আসছে রে—

গোবিন্দ। তাইত! ওরা আসছেই ত বটে! এই দিকেই এসে পড়ল যে!

নারা। তুই কি ওদের দেখা দিবি নি?

গোবিন্দ। না ভাই, সাধ্যমত দেব না।

নারা। তাহ'লে এইখানেই লুকিয়ে থাক্—আর কোথাও যাস্নি। এ ঘোরারণ্য—এখানে গাছ বড় ঘন আছে রে—এখানে লুকুলে ওদের কেউ তোকে দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। বেশ, এইখানেই লুকুবো।

লক্ষ্মী। কিন্তু তুই একা কি ক'রে থাকবি! এ বনে বড় যে ভয় আছে রে!

গোবিন্দ। আরে বেটা; তোরাই যে আমার সকল ভয় ঘুচিয়ে দিলি। বুঝিয়ে দিলি, "মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

লক্ষ্মী। তুই ঠিক বলেছিস্ রে ঠিক বলেছিস্।

গোবিন্দ। দেখিস্ ভাই বলিস্ নি—দেখিস্ ভাই!

নারা। দেখব ভাই, দেখব ভাই! [উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। একি, কথা শেষ করতে না করতেই চলে গেল!—চলে গেল, না মিলিয়ে গেল! মিলিয়ে গেল না ভুলিয়ে গেল!

নেপথ্যে। দেখো হে, কেউ যেন হাত ছাড়াছাড়ি ক'র না—কেউ যেন এপাশ ওপাশ যেয়ো না। এর পরেই গাঢ় অন্ধকার।

গোবিন্দ। আর দাঁড়ানো হ'ল না—তবে ওরা কি বলাবলি করে শুনতে হবে। তাহ'লে এই একটা কি ঝাবড়ি গাছ রয়েছে—এইটের ওপর উঠি। [প্রস্থান।

তিরুমল, বড়কুন ও নেড়েলাইএর প্রবেশ।

তিরু। বড়ু! বুঝছ কি! এই উপযুক্ত জায়গা।

বড়। ঠিক বলেছ দাদা, এই উপযুক্ত জায়গা

নেড়ে। তা হ'লে এইখানেই শেষ করবার ব্যবস্থা কর।'

তিরু। তা আবার বলতে! এখানে কাজ হাসিল হ'ল ত হ'ল, নইলে আর কোনও স্থানে হবার সুবিধা নেই।

বড়। একবার কেবল গুরুদেবের অনুমতি।

যাদবপ্রকাশ ও অন্যান্য শিষ্যগণের প্রবেশ।

যাদব। তিরুমল!

তিরু। এই যে প্রভু!

যাদব। এই গোণ্ডারণ্য।, এর পৌরাণিক নাম দণ্ডকারণ্য। এইখানেই রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রম কুটীর বেঁধে অবস্থান ক'রেছিলেন। এইখানেই মায়ামৃগরূপে মারীচ রামকে ভুলিয়েছিল। সে কার্য্য যদি করতেই হয়, তাহ'লে এমন সুবিধার স্থান আর পাবে না।

বড়। যদি কি গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, এইখানেই তাকে শেষ ক'রে রেখে যাব।

যাদব। নিরুপায় বৎস, নিরুপায়। নিরুপায়ে আমাকে এই কাজ ক'রতে

হ'চ্ছে। ব্রহ্মহত্যা—কিন্তু কি করব, নরাধম অদ্বৈতমতের বিরোধী—তার হত্যায় পাপ নেই। যদিও একটু আধটু হয়, কলুষনাশিনী গঙ্গায় একবার অবগাহন্ করলেই সব ধৌত হ'য়ে যাবে।

তরু। সে ধৃষ্টকে যে দেখতে পাচ্ছি না!

দেব। আসিতে আসিতে পথ থেকে কিছুদূরে গভীর বনের ভিতরে একটা ঝরণা দেখতে পেলুম। অমনি পিপাসার ছল ক'রে তাকে সেইখানে জল আনতে পাঠিয়েছি। উদ্দেশ্য—বুঝেছ? যদি সেইখানে হিংস্র জন্তুদ্বারাই আমাদের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তোমরা থাকতে তাকে পাঠালে পাছে তার মনে সন্দেহ হয়, এইজন্ত শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহের ছল ক'রে তোমাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে আগেই পাঠিয়েছি।

তরু। তা হ'লে আপনি আর এ হত্যাস্থলে থাকবেন না। আপনি এদের সকলকে নিয়ে অগ্রসর হ'ন। যেখানে বিশ্রামের যোগ্য স্থান পাবেন, সেইখানে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করুন।

ড়। আমরা শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

দেব। বাঁচাও বাবা বড়কুন, আমাকে বাঁচাও।

তরু। আপনি বেঁচেছেন। তবে আর ভাবছেন কেন—নিশ্চিন্ত হ'ন।

[তিরুমল ও বড়কুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রু। আর কেন বড়, কোমর বাঁধ। গুরু যখন বিধান দিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি। কাজ শেষ ক'রে গঙ্গাস্নান—বস্, সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। ওই যে রশীখানেক দূরে তমাল গাছ—ওইখানেই কাজ শেষ [উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

াবিন্দ। যা পাষণ্ডেরা! বড় বেঁচে গেলি। উঃ! এতবড় ষড়যন্ত্র!

কলসী লইয়া রামানুজের প্রবেশ।

রামা। কি বিচিত্র! এ অরণ্য প্রবেশের সনে
একি ভাব অকস্মাৎ জাগিল অন্তরে!
যেন কত পরিচিত এ কানন!
কত যুগান্তের মনোব্যথা লয়ে
নির্ঝরিণী দিতে এলো মোরে, কতই কাতরে,
অবিশ্রান্ত ধারারূপে
বিষণ্ণ সোহাগরাশি তার।
প্রতি কুঞ্জে ভেসে ওঠে
কি এক মরমমাখা গান।
লতা যেন ক'রে অভিমান
শৈল সম কঠিন বিষাদে
মর্ম্মাশ্রুর তীব্ররসে করি বিগলিত
পরিণত করিয়াছে মৃদুপুষ্পভারে।
কত যেন কথা ভরা নীরবতা তার।
কত হাসি, বেণীমুক্ত যথা পুষ্পহার,
সমীর লাঞ্ছনে খেদে ধূলায় লুটায়।
গম্ভীর বসেছে ওই বিশাল অটবী—
রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকায়েছে
যেন কত ম্লানমুখী ছবি!
বিষণ্ণ উল্লাস আলিঙ্গন দিতে এসে
কি বুঝে ঢাকিল মুখ তরুপত্র মাঝে।
সঙ্গে সঙ্গে লুকাইল হৃদিমধ্যে তার

কি এক পাষাণভেদী বিষাদ-কাহিনী !
দূরে যেন জাগে কুঞ্জঘর,
সুশ্যামল তৃণভরা প্রাঙ্গণে তাহার
দূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর—কেও নরবর !
তাহার পশ্চাতে—ওকি ! ওকি !
কি অপূর্ব্ব রাতুল চরণ !
অগণ্য ভ্রমর বুলে বুলে
ওই যে অস্থির করে চরণ-কমলে !
কোথা ধনু, কোথা তীব্র শর ?
স'রে যা স'রে যা মধুকর !—নহে—কেও ?

গোবিন্দ। দাদা !

রামা। কেও—গোবিন্দ ? তুমি তুমি !

গোবিন্দ। দাদা এ দাসকে যদি এতটুকুও বিশ্বাস করেন, তাহ'লে এখনি এস্থান ত্যাগ করুন। দুরাত্মা নরঘাতকদের সঙ্গে এসেছেন। তারা আপনাকে হত্যার সঙ্কল্পে সঙ্গে এনেছে।

রামা। বল কি !

গোবিন্দ। স্থানত্যাগ স্থানত্যাগ। এই বনের ভিতর চলে যান। দেখে ফিরে যান।

রামা। এই জলপূর্ণ কলস ?

গোবিন্দ। দূর ক'রে বনের ভিতর ফেলে দিয়ে যান।

রামা। না গোবিন্দ, না। দেবার প্রতিশ্রুতিতে এনেছি। গোবিন্দ ! আচার্য্য পিপাসার্ত্ত হ'য়ে জল আনতে আমাকে আদেশ ক'রেছেন।

গোবিন্দ। রেখে যান—রেখে যান—রেখে যান। এই মুখে—এই মুখে—এই মুখে।

রামা। ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

[রামানুজের প্রস্থান।

নেপথ্যে। কোলাহল।

গোবিন্দ। জল আনতে আদেশ করেছেন—পিপাসার্ত্ত। জন্মের মতন তার আজ পিপাসা মিটিয়ে দিতুম। আচার্য্য? না চণ্ডাল? যাক্, দাদা! তুমি যখন বেঁচে গেলে, তখন তীর্থ-যাত্রার পথে চণ্ডাল-রক্তে আর হস্ত কলঙ্কিত ক'রব না। কলসীটে, ইচ্ছা ক'রছে, এক লাথিতে ভেঙ্গে দি। না থাক্, দাদার আদেশ। যাও দাদা, যাও—মারে কৃষ্ণ রাখে কে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

চতুর্থ দৃশ্য।

বন (অপরাংশ)।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল ও শিষ্যগণ।

তিরু। ক'রলেন কি ঠাকুর, একটা হলদে কাপড়কে বাঘ মনে করে স মাটী ক'রে ফেললেন।

যাদব। আরে মূর্খ, মাটী হবেনা—মাটী হবেনা। ব্রহ্ম মাটী নয়। মা বাদে আর সমস্ত ব্রহ্ম। ওই মাটীটি কেবল বাদ। উতলা হয়ো উতলা হয়োনা—কার্য্য তোমাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে।

তিরু। আর সিদ্ধ হবে! অমন সুবিধার জায়গাই যখন ফস্কে গে তখন সে কাজ কি আর সিদ্ধ হয়!

যাদব। নিশ্চয়। উতলা হয়োনা উতলা হয়োনা। সিদ্ধি এখনও হস্তে মৃত্তিকার ভিতরে বিরাজ ক'রছে।

তিক্ত। হায়-হায়-হায়! অমন সুযোগ পেয়েও মারতে পারলুম না!

দেব। উতলা হয়ো না—উতলা হয়ো না। এ সব অদ্বৈততত্ত্বের লীলা-খেলা। তাতে দ্বৈত পাষণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ।

তিক্ত। আপনি এই সকল কথা বলছেন, আর আপনার উপর আমার রাগ হচ্ছে।

দেব। ক্রোধ মানুষের বিষম শত্রু। অক্রোধী হয়ে, শুধু সনাতন অদ্বৈত প্রভুকে রক্ষা করতে সেই পাষণ্ডকে হত্যা কর।

তিক্ত। এখন, আমাদের দুরভিসন্ধি কোনও প্রকারে বুঝে যদি সে দুরাত্মা এই বন-পথ ধ'রে কোথাও পালিয়ে যায়?

দেব। যো কি! একি যে সে কানন! এ দণ্ডক—দণ্ডক—তিক্ত! এ দণ্ডককানন! মায়ামৃগ মারীচ এখনও এখানে গোভূত—শ্রীবিষ্ণু—হরিণভূত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রছে বুঝেছ? সে মায়া অতিক্রম ক'রে হতভাগ্যের পালিয়ে যাবার যো কি!

তিক্ত। আচ্ছা গুরুদেব, এদিকে ত ব্রহ্ম আর বেদান্ত ক'রে ক'রে বুড়ো হ'য়ে মরতে চললেন। বস্তুটো কি সম্যক্ পরীক্ষা না ক'রেই একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

দেব। আরে মূর্খ, অজ্ঞান হয়েছিলুম, এ কথা তোকে কে বললে? ব্রহ্মজ্ঞান যার লাভ হয়েছে, সে কি কখন ভ্রমেও অজ্ঞান হয়?

তিক্ত। কেন ওই ত সব ছোঁড়ারা বলছে। যেমন পথের ধারে হলদেপানা কি দেখা, অমনি 'বাপ্' ব'লেই মূর্চ্ছা। কিরে ছোঁড়ারা চুপ ক'রে রইলি কেন, বল্‌না।

কালে। একেবারে—দমবন্ধ—আড়ষ্ট। যেমন দেখা হলদেপানা—অমনি ওরে বাবারে-বাঘ!—অমনি পতন এবং আড়ষ্ট।

তিরু। আপনার অবস্থা দেখেই ত ছোঁড়ারা ভয়ে হৈ চৈ ক'রে উঠেছে।

যাদব। হাঃ হাঃ! মায়া মায়া! তিরু! ছোঁড়ারা কেউ আমার অবস্থা বুঝতে পারে নি। আমি সমাধিস্থ হয়ে বস্তুটার স্বরূপ নির্ণয় করছিলুম। শঙ্করাচার্য্য জগৎটাকে মায়া বলেছেন। আমি বলেছি—না। তাই দেখছিলুম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, না প্রকৃতই সর্প। হরিদ্রাবর্ণ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত শিলাখণ্ড, শিলাখণ্ড না প্রকৃত ব্যাঘ্র? যখন বুঝলুম যে ওটা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয়, কোন অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর ভুলে পরিত্যক্ত গেরুয়া কাপড়-ঢাকা পাথর, তখনই আমার সমাধি-ভঙ্গ হ'ল।

তিরু। নতুবা?

যাদব। ইহজন্মে আর আমার সমাধিভঙ্গ হ'ত না।

শিষ্য। অনেক কষ্টে কানের কাছে চীৎকার করাতে, গুরুর মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে।

যাদব। সেকি যে-সে সমাধি! যাকে শাস্ত্রে বলে মহাসমাধি, ... তদ্রূপ। আর এক অঙ্গুলি উপরে উঠলেই যুবরাজের সঙ্গে আমা... কোলাকুলি হ'ত। সেই উচ্চ সমাধিতে ব'সে দেখলুম, আচার্য্য শঙ্কর যা বলেছেন, তাই ঠিক। এ জগৎপ্রপঞ্চ মায়া। রজ্জুতে সর্পভ্রম সেইখানে বসে দুরাত্মা বাঘের দিকে একবার সক্রোধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলুম। দেখতে দেখতে সেই বাঘ একখানা ফর্ ফর্ কম্পি... গেরুয়া কাপড় হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধনির্ব্বাণ। আর অমনি আমার জাগ্রৎ ভূমিতে অবতরণ।

তিরু। তারপর এখন?

যাদব। এখন আবার পূর্ব্বভাব। সেই পাষণ্ডকে সংহার করতেই হবে।

বড়। কই, অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম—ছোঁড়া ত এলো না!

তিরু। এলো না! তবে কি জানতে পারলে নাকি?

যাদব। না না, এরূপ হ'তেই পারে না। আমি তাকে বরাবর যেরূপ স্নেহ দেখিয়ে আসছি, তাতে তার মনে কোনও ক্রমে সন্দেহের লেশ থাকতে পারে না। সে কেন এলো না, আবার তোরা সকলে মিলে সন্ধান কর্। কেন না, তার কাছে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের সযত্ন-রক্ষিত কলসী আছে। বুঝেছিস্—জাহ্নবী থেকে সেই কলসীতে জল নিয়ে যখন মাথায় ঢালবো, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের স্নান হ'য়ে যাবে।

কলসী-মস্তকে নেড়েলাইয়ের প্রবেশ।

গুরু। একি, একি রে নেড়েলাই—কলসী? কোথায় পেলি?

নেড়ে। আগে ধর, তারপর বলছি। গা এখনও যেরূপ থর থর ক'রে কাঁপছে, তাতে এ পড়ে পড়ে হয়েছে। শুধু গুরুর সামগ্রী ব'লে একে আঁকড়ে ধ'রে আছি। (বড়কুং কর্ত্তৃক কলসধারণ)

যাদব। ধর—ধর—কলসী এসেছে। এতে আর মায়া নেই—স্বয়ং—স্বরূপ। তারপর? রামানুজ?

নেড়ে। তাকে দেখতে পাই নি—তার বদলে এই কলসী পেয়েছি। যেখানে দাদাম'শায়রা ভইরি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তারই রসীখানেক দূরে এক গাছের তলায়।

যাদব। তিরু—তিরু—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কলসী এসেছে, কিন্তু পাষণ্ড ব্যাঘ্রের কবলে পড়েছে।

সকলে। আপদ গেছে।

যাদব। আপদ অমনি অমনিই গেছে—আর তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে হ'ল না।

। কিন্তু গুরু, বাঘেই যদি তাকে নিয়ে থাকে, তাহ'লে কলসী-পূর্ণ

জল রইল কেমন ক'রে? বাঘ বেটা কি আগে কলসীটে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে, তারপর ছোঁড়ার ঘাড় ধ'রেছে?

তিরু। আরে মূর্খ, শুনলি কি! গুরুদেবের চৌদ্দপুরুষ ওই কলসীকে রক্ষা করছেন। যখন কলসীটে ছোঁড়াটার ঘাড় থেকে পড়ে পড়ে, তখন তাঁরা সকলে আঁকড়ে ধ'রে কলসীর জল কলসীতে রক্ষা করেছেন।

যাদব। এই, তিরুমল ঠিক অনুমান করেছে।

তিরু। বলেন কি গুরু, বারো বৎসর তৈল-হস্তে আপনার ঘাড় ডললুম, তাতেও আমার অনুমান ঠিক হবে না?

বড়। তাহ'লে ছোঁড়া মরেছে—সাব্যস্ত?

সকলে। সাব্যস্ত।

বড়। তবে আর কি, সকলে মিলে একটু উল্লাস করা যাক।

গোবিন্দের প্রবেশ।

তিরু। ও কি—ও কে? আরে ম'ল গোবিন্দ! ও ছোঁড়াও আমাদে সঙ্গ নিয়েছে না কি?

যাদব। বৎসগণ! সকলে সন্তর্পণ হও।

গোবিন্দ। কে তোমরা? তাই ত—গুরু—গুরুদেব!—আঃ! এতক্ষ বাঁচলুম! গুরুদেব! ম'রেছিলুম, আর একটু হ'লে আমাকে বা খেয়েছিল। আপনার আদেশ অমান্য করার ফল এখনি ফলে গিছল।

তিরু। কি—কি—বাঘ—বাঘ?

গোবিন্দ। প্রকাণ্ড—গন্ধ পেয়েই গাছে উঠেছিলুম। নইলে—বাপ্— প্রকাণ্ড—গিছলুম!

যাদব। শোন বড়—শোন—

গোবিন্দ। প্রথমটা মনে করেছিলুম—মানুষ। তারপর—গন্ধ—

সকলে। গন্ধ ?

বড়। গন্ধ ? তুমি নিজ নাসিকায় আঘ্রাণ করেছ ? ঠিক গন্ধ ?

গোবিন্দ। পূতিগন্ধ। বাঘের গন্ধের চেয়েও অপবিত্র—ঘৃণিত—নরকের গন্ধ।

যাদব। যাক্—তবে আর সন্দেহই নেই।

নেড়ো। গুরুদেব ! তাহ'লে এ জল কি ক'রব ?

তিরু। বাপ্ ! ও জল রাখতে আছে ! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ও জল স্পর্শমাত্রেই সর্ব্বাঙ্গে ঘা ফুটে উঠবে। তাহ'লে সকলে নিশ্চিন্ত ?

সকলে। নিশ্চিন্ত।

যাদব। গোবিন্দ ! তোমাকে একটা অপ্রিয় কথা শোনাব।

গোবিন্দ। আপনাদের সকলকে দেখছি, কিন্তু আমার দাদা কই ?

যাদব। ওই ওই—বড় অপ্রিয় কথা। সেই দুর্ব্বৃত্ত ব্যাঘ্র তোমার দাদাকে—

গোবিন্দ। আমার দাদাকে—কি ?

তিরু। (গোবিন্দের গলদেশ ধরিয়া) গোবিন্দ হে ! মুখে কথা আসছে না।

সকলে। (গোবিন্দকে বেড়িয়া শোক প্রকাশ)।

গোবিন্দ। অ্যাঁ ! আমার সোণার দাদাকে বাঘে নিয়ে গেল !

তিরু। গুরুকে ধর—গুরুকে ধর—গুরু মূর্চ্ছিতপ্রায়।

সকলে। গুরু, গুরু !

যাদব। যাক্—গোবিন্দ ! বৎস ! কেউ কারো নয়।

গোবিন্দ। যাক্—গুরু ! কেউ কারো নয়।

বড়। তবে আর কেন ভাই সব, চল। কেউ কারো নয়। গোবিন্দ যদি

গুরুবাক্যে ধৈর্য্য ধরতে পারে, তাহ'লে আমরা কেন পারব না
কেউ কারো নয়।

সকলে। ধৈর্য্যং—ধৈর্য্যং।

পঞ্চম দৃশ্য।

বনাংশ।

তরুতলশায়ী রামানুজ।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

বসে আছি চেয়ে পথের পানে।
তবু কি চলিবে যাদুমণি, আরও দূরে অভিমানে।
এস ফিরে এস ফিরে—
ডুবাইল রবি আপন ছবি অরুণ জলধি-নীরে।
আঁধারে আঁধার করিছে রঙ্গ,
পথ হারায়েছে পথের সঙ্গ,
বিজন বিশাল ঘন জঙ্গল,
কখন কি ঘটে কে জানে।
ফিরে এস, ফিরে এস যাদু, বধূ কাঁদে বসি আঙ্গিনে।

রামা। কি রকমটা হ'ল! কে যেন ডাকলে না? মা কি আমাকে ডাকলেন! না, না! এ কি রকম হ'ল, এ ত আমার ঘর নয়! মনে পড়েছে! গোবিন্দ—গোবিন্দ! কি ভুল! এখানে গোবিন্দই বা

কোথায়? গোবিন্দকে ফেলে আমি যে বনে বনে অনেক দূর ছুটে এসেছি! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণ ধ'রে ঘুমিয়েছি! সন্ধ্যা হ'তে বড় বিলম্ব নাই। গাছ সকল মাথা নেড়ে বন-ভূমিতে যেন অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে! এখনি যে আমাকে এস্থান থেকে উঠতে হবে! ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

নারা। আরে ছুঁড়ি, পা চালিয়ে চলিয়ে আয়। দেখছিস্ কিরে! তোকে টাঁকা দিবেক্ বলে আঁধার ঘুটঘুট ক'রে ছুটে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। আঁসছে—মোকে ঢাকবেক রে—মুইত তোর মত মরদ লই—মুই কি ছুটতে পারি।

রামা। বা! নারায়ণ স্মরণ করতেই বনপথের সঙ্গী জুটে গেল দেখছি যে! এ ত বেশ কিশোর ব্যাধ-দম্পতি!

নারা। এদিকে ত খুব চঞ্চল আছিস্—একদণ্ড এক জায়গায় চুপ ক'রে বসিয়ে থাকতে লারিস্। আর পথ চলতেই তুই ঝঞ্ঝাট ক'রবি! লে আয়, হাত ধর্।

রামা। কে ভাই তোরা?

নারা। আরে, তুই কেরে?

লক্ষ্মী। তাইত রে—তুই কি বাছা, পথ হারিয়ে বসিয়ে আছিস্?

রামা। হাঁ মা! আমি অদৃষ্ট-বশে এই বন-বিজনে এসে পড়েছি।

নারা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাঘের বাসা রে!

লক্ষ্মী। আরে বাছা, উঠিয়ে আয় উঠিয়ে আয়!

রামা। তোমরা কে ভাই—তোমরা এখানে কেমন ক'রে এলে?

লক্ষ্মী। দেখ্‌ছিস্ ও বুনো আছে—ওকে আসার কথা কি আর পুঁছতে আছেরে!—লে, আমি যেমন একহাত ধরিয়েছি, তুই তেমনি এর—দোসরা হাত ধর্। সামনে বড় আঁধার আসছেরে, বড় আঁধার আসছে।

রামা। দে ভাই, মা বলেছে—হাত দে। আমি এখন থেকেই পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নারা। তোর ঘর কোথায় আছেরে ভাই ?

রামা। অনেক দূর, ভাই, অনেক দূর। এখান থেকে এক মাসের পথ। দক্ষিণ দেশে কাঞ্চীপুরের নাম শুনেছিস্ ?

লক্ষ্মী। ওরে! মোরা যে, সেইখানেই যাবরে!

রামা। বটে! তা হলেত বড়ই বিস্মিত ক'রলি! ধর ভাই ধর। তোর স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো। চক্ষে জল এলো—দেখতে পাচ্ছি না। ধরে নিয়ে চল্ ভাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শাল-কূপ পথ।

নাগরিকাগণের গীত।

আধভাঙ্গা ঘুম ঘোরে বাঁশরী তান।
শ্যাম বুঝি যায় ফিরে, নিশি অবসান॥
না হ'তে শিঙ্গার-রস-ভঙ্গ,—
ছুটে চল্ ছুটে চল্, গাগরী ভ'রে নে জল,
এখনো যমুনা বহে বিলাস-তরঙ্গ।
মুখর যমুনা-কূল, ব্যাকুল অলিকুল,
বিভোরা বিহগী ধরে গান।
আবেশে চলে তারা, ছুটেছে অরুণ-ধারা
বঁধুয়ার বিদায়-চুম্ব-নিশান॥ (গীতান্তে প্রস্থান)

রামানুজ ও লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

নারা। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

রামা। আর ভয় কি ভাই, এই যে পিপাসা-শান্তির উপায় হয়েছে। এই যে সম্মুখে শালগাছের নিকটে অপূর্ব্ব কূপ—দেখতে পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি।

নারা। কি করিয়ে জল আনবি ভাই?

রামা। তাই ত! সঙ্গে ত জলপাত্র নেই! হে নারায়ণ! হে নারায়ণ! এ কি করলে, এ কি করলে! সম্মুখে অপূর্ব্ব কূপ থাকতে, শুধু পাত্রাভাবে দুই পিপাসার্ত্ত বালক-বালিকা জল না খেয়ে মারা যাবে?

নারা। বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস রে—বড়া পিয়াস।

রামা। হয়েছে—হয়েছে ভাই—যে একজন জল-পূর্ণ পাত্র নিয়ে কূপের দিক থেকে আসছে।

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরামুক্তি র্নারায়ণ পরাগতিঃ॥

তাই ত! আজ কি রাত ঠাওর করতে পারি নি! এখনও যে অন্ধকার! থাক্, আজ প্রত্যুষেই নারায়ণের সেবা নিতে ইচ্ছা হয়েছে দেখছি।—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ও?

রামা। মহাভাগ! করুণা ক'রে দুইটী দারুণ তৃষ্ণার্ত্ত বালক-বালিকার জীবন রক্ষা করুন।

দাশ। তোমরা কে?

রামা। আগে জীবন রক্ষা ক'রে পরিচয় গ্রহণ করুন।

দাশ। তা নয়—তোমরা কি ?

রামা। এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন ?

দাশ। আমি নারায়ণ-সেবার জন্য এ জল নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণ হ'লে দিতে পারি। কেন না, নারায়ণ ও ব্রাহ্মণে ভেদ নাই। শূদ্র হ'লে দিতে পারি না।

নারা। ও বামুন আছে—মোরা বোদয়া রে বোদয়া—

দাশ। বেদে! দূর দূর—ছুঁয়ে ফেলবি—সরে যা বেটা—সরে যা!

নারা। বড়া পিয়াস লেগিয়েছে রে—বড়া পিয়াস লেগিয়েছে।

লক্ষ্মী। ছাতি ফাট যাইছে রে—ছাতি ফাট যাইছে।

দাশ। সরে যা বেটা, সরে যা। নইলে এখনি ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব।

নারা। ওরে চলিয়ে আয়। একে ছাতি ফাটছে, আবার মাথা ফাটবেক্ কেনে রে—চলিয়ে আয়—সরিয়ে আয়।

রামা। জল দিলে না ব্রাহ্মণ! কাঁধে জল থাকতে দু'টো বালক বালিকা পিপাসায় মরে যাবে ?

দাশ। মরে যায় ত কি ক'রব ? নারায়ণের নাম ক'রে নারায়ণ-সেবার জন্য এই জল তুলেছি। এ জল আমি হীন শূদ্রকে দিতে পারি না।

রামা। পার না ?

দাশ। কিছুতেই পারি না।

রামা। এই কি নারায়ণ পূজার মর্ম্ম ?

দাশ। মর্ম্ম আমাকে তোমাকে শেখাতে হবে না। তুমি কি রকম ব্রাহ্মণ ? তোমার কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই ? নারায়ণকে নিবেদনার্থ সামগ্রীর অগ্রভাগ তুমি চণ্ডালকে দিতে অনুরোধ কর ?

রামা। না ব্রাহ্মণ, আমিও চণ্ডাল। আমি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ তর্ক করছি। আমিও চণ্ডাল।

দাশ। নিশ্চয়। না হ'লেও অন্ততঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীন কর্ম্ম-চণ্ডাল। হেঃ! সমস্ত শাস্ত্র গুলে খেয়ে ফেললুম, আমাকে নারায়ণ-পূজার মর্ম্ম জানাতে এসেছে।

[প্রস্থান।

রামা। তাইত ভাই—বৃথা আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলি? না—না—আগে থাকতেই নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। দাঁড়া ভাই, একটু দাঁড়া। আমি একবার কূপ পরীক্ষা করি। তোদের মত আমারও পিপাসা। তোদের পিপাসা যদি মেটাতে পারি, তবেই নিজেরও মেটাবো। তৃষ্ণায় যদি তোরা মরিস্, আমিও মরবো।

নারা। তবে দেখ্‌রে ভাই—জলদি দেখ্—বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস।

[রামানুজের প্রস্থান।

নারা। দেখছ কি লক্ষ্মী, পৃথিবী আজ পিপাসার্ত্ত। ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। যে জ্ঞানময় ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন আমি সোল্লাসে বুকে ধ'রে আছি, সেই ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বিস্মৃত হয়ে, শুধু বাক্যার্থ গ্রহণ ক'রে আপনাকে জ্ঞানী বুঝে অহঙ্কারে উন্মত্ত। নারায়ণ—কোথায় নারায়ণ? আমি কোথায় আছি লক্ষ্মী? অনাথ, রোগী, ক্ষুৎপিপাসাতুরের মূর্ত্তিতে আমি যে নিত্য লোকের দ্বারে দ্বারে পূজাপ্রার্থী হয়ে বেড়াচ্ছি। ব্রাহ্মণে যদি তা না দেখতে পেলে, অন্যে তা কেমন ক'রে দেখবে!

লক্ষ্মী। তাতে কি হয়েছে? তোমাকে ভুলে যাওয়াই যে জীবের প্রকৃতি। তুমি নিজে সে ভ্রম দূর ক'রে দাও। রামানুজ তোমার জন্য অঞ্জলি

পূরে জল আনছে। সেই জল পান কর। তোমার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ পরিতৃপ্ত হবে। ভাগ্যবতী দ্রৌপদীর স্থালী থেকে একটি শাকের কণায় তৃপ্তিলাভ ক'রে, একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবারণ ক'রেছিলে। আজকে ভক্তদত্ত জলকণা গ্রহণ ক'রে জগতের তৃষ্ণা নিবারণ কর।

অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া রামানুজের প্রবেশ।

রামা। নে ভাই নে—এক ফোঁটা মাটিতে প'ড়তে দিই নি। তৃষ্ণা নিবারণ কর্—তৃষ্ণা নিবারণ কর্।

নারা। কেমন করিয়ে পাইলিরে ভাই?

লক্ষ্মী। কুয়াতো বড়া গহেরা আছেরে—হাঁরে তুই কেমন করিয়ে পাইলি?

রামা। আগে খা', তারপর বলছি—

নারা। আ! কলিজা ঠাণ্ডা হইলরে। সব পিয়াস্ মিটিয়ে গেল।

লক্ষ্মী। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

রামা। এই এক অঞ্জলি জলেই তোঁদের পিয়াস মিটে গেল!

নারা। গেল, তা কি ক'র্‌ব—জোর করিয়ে পিয়াস ধরিয়ে রাখব?

লক্ষ্মী। প্রেমসে আনলি—পিয়াস কি আর রহিতে পারে রে!

রামা। না—না মেটেনি—আমি আবার আনি।

নারা। আর কেন মিছে আনবি?

রামা। তোরা কি মনে ক'রছিস্ আমি কষ্ট ক'রে এনেছি? কিছু না! গিয়ে দেখি উপর থেকে সিঁড়ি একেবারে জল স্পর্শ ক'রেছে। দাঁড়া দাঁড়া—আবার আনি। [প্রস্থান।

নারা। আর কেন কমলে, বিদায় গ্রহণের এই শুভ অবসর।

কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ ও নারায়ণ কর্ত্তৃক তাহার হস্ত ধারণ।

কাঞ্চী। আরে বুড়ো মানুষ! অত টান দিস্‌নি ভাই! পড়ে যাব—পড়ে যাব।

নারা। দাদা! এমন মিষ্টি জল—একদিন খেয়ে যে সাধ মিটিল না!

লক্ষ্মী। আবার কাল কেমন ক'রে জল খাব বলে দাও।

কাঞ্চী। তোমাদের যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন জল পেতে আর ভাবনা কি। আমি একবার রামানুজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

[প্রস্থান।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত।

এবারে ঘুচাব ব্যাধের বেশ,
চলিয়া চলিনু নূতন দেশ,
রচিত চাঁচর চিকুর কেশ,
বনলতা ফুলমালিনী।
সুভত সেথানে ধীর সমীর,
উজানে বহিছে তটিনী নীর
বরষে আকুল মধু শিশির,
উজল শারদ যামিনী।
নব জলধর বিজরী সঙ্গ,
মধুর মিলনে একই অঙ্গ,
সঙ্গিনী যত বিনোদ রঙ্গে
লীলা তরঙ্গশালিনী।
ভ্রমরাভ্রমরী ধরত তান,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গান,
আবেশে বিভোরী বন কিশোরী
মানিনী কুল কামিনী।

সপ্তম দৃশ্য।

শাল-কূপ।

রামানুজ।

রামা। এই ত পাতালে জল দেখা যাচ্ছে! এই জল আমি অঞ্জলি ক'রে তুলেছি! শঠ! আমাকে ভুলিয়ে চলে গেলে! কাননের ভিতরে বিপদে পড়ে কাতর হ'য়ে তোমাদের ডেকেছিলুম, কমলাপতি তাই ব্যাধ-দম্পতির মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে ছলে ভুলিয়ে চলে গেলে! নারায়ণ! এ বিপন্মুক্তিতে আমার প্রয়োজন নাই!

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনং॥

হে জগদ্‌গুরো! তোমার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বদাই বিপদ হোক্ কেননা বিপদের সময়েই আমরা তোমাকে দেখতে পাই। তোমার দর্শন ক'রলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ঐশ্বর্য্য চাই না। রূপ, পাণ্ডিত্য, বংশ-সম্পদ এ সকল কিছু চাই না। ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তোমার নাম গ্রহণের অধিকার থাকে না। তুমি দীন অস্পৃশ্য ব্যাধের মূর্ত্তিতে আমাকে তা আজ বুঝিয়ে দিয়েছ! হা নারায়ণ! কি করলুম! সমস্ত বনভূমিতে তোমরা যুগল-কিশোরি আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে—ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে আমি তোমাদের শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রতে পারলুম না! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যাভিমান—ধিক্ আমার জাত্যাভিমান।—দীন কর নাথ, আজ থেকে আমাকে দীন কর। যেন তোমার শ্রীপাদপঙ্কজ সেবার অধিকার পাই।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্‌ঘ্রয়ে॥

দাশরথির প্রবেশ।

দাশ। এই যে—এই যে মহাভাগ! সে যুগলমূর্ত্তি কোথায়?

রামা। কি বিপ্র, এতক্ষণ পরে অনুভপ্ত হ'য়ে তাদের পিপাসা-শান্তি ক'র্‌তে এসেছ?

দাশ। বিপ্র? নরাধম হীন চণ্ডাল আমি। আর কি আমি তাদের জল-পান করাতে পাব?

রামা। না, তারা চলে গেছে।

দাশ। আমার পাণ্ডিত্যাভিমান, আমার ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকে ধিক্। আমি এক শিলাখণ্ডে নারায়ণের আরোপ ক'রে আপনাকে ভক্ত-জ্ঞানে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ভুলে এমন অন্ধ হয়েছিলুম যে, তৃষিতরূপী লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি চিনতে পারলুম না! ধিক্ আমার শাস্ত্রজ্ঞান, ধিক্ আমার ইষ্টনিষ্ঠা!

রামা। আক্ষেপ ক'র না বিপ্র! আমাকে বুঝিয়ে বল, এখনই বা তাঁকে নারায়ণ ব'লে কেমন ক'রে বুঝলে?

দাশ। আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে একটু দূর যেতে না যেতেই কলসীর জল উষ্ণ হ'য়ে উঠল। প্রথম প্রথম সেটা আমার মনের ভ্রম স্থির ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। কিন্তু যতই চলি, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকে। শেষে গৃহের সমীপস্থ হ'লে জল এমন প্রচণ্ড উষ্ণ হ'য়ে উঠল যে, আর আমি তাকে কাঁধে রাখতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, তৃষ্ণার্ত্ত নারায়ণকে জল না দেবার মহাপাপ অনলমূর্ত্তিতে কলসীর জলকে বাষ্পে পরিণত করেছে। এখন অনুতাপে আমার প্রাণদগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। বল

আসে, তা হ'লে সমস্ত আনন্দ-কলকল একেবারে গভীর বিষাদ-সাগরে ডুবে যাবে।

বড়। না—না।—তা হ'লে এখন গ্রামে প্রবেশ কর্‌তেই পারে না।

যাদব। কিছুতেই হতে পারে না। মিছে কথায় যদি তাকে ভোলাতে পারতুম, তা হ'লেও না হয় যাওয়া যেত। কোনরূপ স্তোকবাক্যে রামানুজের মা ত বিশ্বাস করবে না! সুতরাং কঠোর সত্যই কইতেই হবে। আর কথা যেমন কওয়া, অমনি অভাগিনী বৃদ্ধা একেবারে ভূপতিতা—এবং ধূলাবলুণ্ঠিতা। সঙ্গে সঙ্গে করুণ-ক্রন্দিতা। কারুণ্যরোগটা স্ত্রী-জাতির ভিতরে বড়ই সংক্রামক সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমার মা ও স্ত্রীর সেই করুণ-ক্রন্দনে যোগদান— অমনি প্রতিবাসিনী পুরস্ত্রীগণের উর্দ্ধশ্বাসে মদ্‌গৃহে আগমন। তারে বাড়ীর অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পেরেছ?

তিরু। একেবারে আকাশ-ভেদী এক বিরাট চীৎকারে আপনার বাড়ীর ছাদ বিদারণ।

যাদব। সেটা আজ আর নয়। কাল প্রাতঃকালে যা হবার তাই হবে আজ আর গৃহের আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দেব না। বুঝতে পারছ না? অদূরে শালকূপ, সেখানেও বিশ্রাম নিতে গেলুম না। নেড়েলাইকে অতি গোপনে জল আনতে পাঠিয়েছি। বলে দিয়েছি, লোক থাকলে যেন সে কূপ থেকে জল না নেয়। নেড়েলাই বুঝি ফাঁক পাচ্ছে না।

তিরু। তা হ'ক গুরু, ছোঁড়াটা কি আশ্চর্য্য ম'ল!

বড়। ম'রবে না? বিরোধী কে? স্বয়ং শঙ্কর।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—শিবোঽহং।—গুরু গুরু।

বড়। কাশীর সব বড় বড় পণ্ডিত—মহা মহা সাধু—বিরাট বিরাট তপস্বী—

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—গুহ্য—গুহ্য, বড় গুহ্য।

তক। আর গুহ্য—এ কি গোপন থাকতে পারে গুরুদেব?

বড়। তারা সব সর্ব্বসমক্ষে আপনার গলায় জয়মাল্য দিয়েছে।

যাদব। কি বুঝেছ? তাঁরা কি সব মানুষ?

বড়। তাঁরাও যদি মানুষ হন, কিন্তু যিনি শৃঙ্গেরি মঠের প্রধান—তিনি তো আর মানুষ নন।

যাদব। আরে বাপ্‌রে বাপ্—শঙ্করাচার্য্যের মঠ-স্বামী—শঙ্করের প্রতিনিধি—তিনি স্বয়ং শিব।

বড়। তিনিই আপনাকে বলেছেন—আপনি দ্বিতীয় শঙ্কর।

তক। এ কথা তো নগরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে একেবারে ঢাক বেজে যাবে।

যাদব। তিনি ত্রিকালজ্ঞ—আমি কাশীতে যাচ্ছি, এ তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন।

বড়। জেনে আপনার অভ্যর্থনার জন্য আগে থাকতেই কাশীতে উপস্থিত হ'য়েছেন।

তক। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অস্থির হয়ো না—অস্থির হয়ো না। রামানুজ যে ব্যাঘ্রের কবলে যাবে, একি আমি জানতুম না? আমি কি সত্য সত্যই তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে দিতুম। শুধু পরীক্ষা। আমি তোমাদের ভক্তি পরীক্ষা ক'রছিলুম! দেখছিলুম, আমার আদেশে তোমরা ব্রহ্মহত্যা ক'রতে অগ্রসর হও কি না। যখন হ'লে—তখন বুঝলুম—কি জান, তখন বুঝলুম—

বড়। আমরা সব এক এক জন নন্দী ভৃঙ্গী।

তিরু। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর। এখন নয়। কাশীবিজয়ের নিদর্শন পত্র আগে রাজা সুধাকণ্ঠকে আর রাজপুত্র কৃমিকণ্ঠকে দেখাই।

নেড়েলাইয়ের প্রবেশ।

নেড়ে। গুরুদেব! গুরুদেব! বড় শুভ সংবাদ।

যাদব। কি সংবাদ বৎস নেড়েলাই?

নেড়ে। রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে।

যাদব। আরে মূর্খাধম, এ শুভ সংবাদ কেমন ক'রে হ'ল! রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাকে আমার কাশী-বিজয় কথা শোনালে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। রাজকুমারীর অসুখে সে আশা একেবারে নির্মূল হ'য়ে গেল।

নেড়ে। না প্রভু, না—বড় শুভ। নানা দেশ থেকে রোজা এসে রাজকুমারীর চিকিৎসা করেছে। কেউ সে ভূত তাড়াতে পারে নি। রাজা প্রিয়-কন্যার রোগ-মুক্তির জন্য লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা ক'রেছেন। এখন ভূত ব'লছে যে, সে আপনার চরণ দর্শন না ক'রে যাবে না।

যাদব। প্রিয় নেড়ু, এ কথা তোমাকে কে ব'ললে?

নেড়ে। কূপে জল আনতে এ কথা শুনেছি। আপনার প্রতিবেশিনীরে জল নিতে এসে বলাবলি ক'রছিল। রাজ-অনুচর আপনার বাড়ীতে এসেছিল। কাল প্রাতঃকালে আপনার অনুসন্ধানে রাজবাটী থেকে লোক বেরুবে।

যাদব। আমার চরণ-দর্শন?

নেড়ে। ভূত সশিষ্য আপনাকে দেখতে চায়।

যাদব। বড়, বড়! আর কেন—তল্পী ওঠাও—শিবোঽহং—শিবোঽহং। —ও কে আসছে দেখ ত হে!—কে ও—দাশরথি?

দাশ। তাই ত—আচার্য্য! এই আসছেন?

যাদব। এইমাত্র—এসে বিশ্রামের জন্য একটু বসেছি।

দাশ। খুব এসে পড়েছেন। রাজা আপনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

যাদব। একেবারে ব্যাকুল?

দাশ। বারংবার আজ আপনার গৃহে লোক পাঠিয়েছেন। আজ আপনি না এলে, কাল রাজবাড়ী থেকে লোক আপনাকে আনতে কাশী পর্য্যন্ত ছুটতো।

যাদব। কেন হে—কারণ জান কি?

দাশ। শুনলুম, রাজকুমারী নাকি ভূতগ্রস্তা হয়েছেন। ভূত আপনাকে না দেখে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না।

যাদব। বড়,—বড়—আর কেন—তল্পী—তোল

শিষ্য। কেমন গুরুদেব, বলেছি নাক্‌ঢাক বাজলো!

সকলে। এইখান থেকেই বাজে!

দাশ। যাক্, আপনি যে সুস্থ-দেহে ফিরে এসেছেন, এই আমাদের পরম ভাগ্য!

যাদব। সুস্থ-দেহে—সুস্থ-দেহে—দাশরথি! (ক্রন্দনের সুরে) বক্ষে দারুণ বেদনা—(সকলের ক্রন্দনের সুর)

দাশ। কি হয়েছে—কি হয়েছে প্রভু!

যাদব। বলতে—বলতে—বুক ফেটে যাচ্ছে! রত্ন—রত্ন—রত্ন পথে হারিয়ে এসেছি।

সকলে। রত্ন রত্ন—কৌস্তুভ-মণি—কৃষ্ণের বক্ষের ধন—কৃষ্ণের কাছে ফিরে গেছে।

দাশ। স্পষ্ট ক'রে বলুন আচার্য্য, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

যাদব। তবে কিনা—কেউ কারো নয়।

সকলে। কেউ কারো নয়।

যাদব। রামানুজ—রামানুজ –

দাশ। মামা ? তাঁর কি হ'য়েছে ?

যাদব। পথে—গোণ্ডারণ্যে—ব্যাঘ্রে—যা ভয় ক'রেছিলুম—দাশরথি !—ভক্ষণ ক'রেছে।

দাশ। (হাস্য) মামা যে অনেক কাল চলে এসেছেন—

যাদব। হ্যাঁ,—এসেছে ? বেঁচে ?

সকলে। (পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ) বেঁচে ?

দাশ। অনেক দিন—সে আজ কি ! তবে দুঃখের কথা আচার্য্য, মাতুলের মাতৃ-বিয়োগ হ'য়েছে। নারায়ণ তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে, মায়ের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হ'ত না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। তিনি সুস্থ আছেন। এখন ঘরে টোল ক'রে ছাত্র পড়াচ্ছেন।

যাদব। হুঁ ! বড়, তল্পী উঠাও।

দাশ। আপনারা অগ্রসর হন। আমি কূপ থেকে জল নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করছি। [প্রস্থান।

তিরু। গুরুদেব ! ঢাক যে ঢেব-ঢেবে মেরে গেল !

সকলে। বাজলো না—ঢেব-ঢেবে মেরে গেল।

যাদব। ঢেব-ঢেবে মারবে কিরে মূর্খ ! ভৈরব আরাবে বাজবে। শিবোঽহং। দুরাত্মা ব্যাঘ্র আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে। পরশুরাম যেমন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছিলেন, আমিও তেমনি তাকে

নির্ব্যাত্রা করব। তবে আমার নাম যাদবপ্রকাশ শর্ম্মা। তল্‌পী উঠাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

দীপ্তিমতী ও জমাম্বা।

জমাম্বা। কি যে ক'রব, কিছুই যে বুঝতে পারছি না মাসী-মা!

দীপ্তি। বোকা মেয়ে, আলগা দিয়ে থাকলে ত চলবে না। যখন শাশুড়ী ছিল, তখন তোমার চুপ ক'রে থাকা চলতো। এখন তুমি নিজে গিন্নী। সংসারের মধ্যে ত দু'জন—স্বামী আর স্ত্রী। চুপ থেকো না মা, চুপ থেকো না; একটু কড়া হও। এখন রামানুজের উপর নজর তোমাকেই রাখ্‌তে হবে।

জমাম্বা। কড়া আর কি ক'রে হ'ব মাসী-মা। আজকাল দেখছি ওঁর মেজাজ ঠিক নেই। কেমন একরকম হ'য়ে গেছেন। টোল এক রকম তুলেই দিয়েছেন। কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছেন দেখ্‌তে পাই। এই সেদিন আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরুলেন, একবারে দশ দিন নিরুদ্দেশ। শুনলুম, যামুনাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে শ্রীরঙ্গমে গেছলেন। সবে কাল রাত্রে ফিরে এসেছেন; আজ সকালে আবার সেই আসি ব'লে বেরিয়েছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই।

দীপ্তি। দীক্ষা-গ্রহণ কি করা হ'য়েছে?

জমাম্বা। শুনলুম, তিনি শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিবার একটু পূর্ব্বেই যামুনাচার্য্য